প্র: ভাইয়ার বয়সটা কত?

উ: বয়স ৫৫

প্র: ৫৫, কতটুকু পড়াশুনা করছেন?

উ: এইচএসসি ইন্টার মেডিয়েট

প্র: এইচএসসি আচ্ছা, এই যে আপনি কতদিন যাবৎ এই পোল্ট্রি ব্যবসাটার সাথে জড়িত?

উ: পোল্ট্রি সাথে জড়িত আপনার এক বৎসর করছিলাম হলো গিয়া ২০১১ সালে মনে হয়।

প্র: আচ্ছা

উ: ১১ সালে আর এইখানে ৬ মাস।

প্র: ৬ মাস, মানে এর আগে আপনি কোথায় করেছিলেন পেল্ট্রির ব্যাবসা?

উ: পাঁচবাগ

প্র: মানে এটা তো আপনার নিজের বাড়ী?

উ: হ্যা এটা আমার নিজের বাড়ী।

প্র: মানে আপনি আগে নিজের বাড়ীতে পোল্ট্রি ব্যবসাটা করেন?

উ: না আমার ঐ খানেতে জমি আছে তো

প্র: জমি আছে আপনার?

উ: ঐ জমিতে ২টা করছি। ২ হাজার সালে ২টা শেড করছিলাম।

প্র: ২০০০ সালে?

উ: ২০০০ সালে ২ টা শেড করছিলাম ২০০০ এর।

প্র:২০০০?

উ: এক হাজার করে।

প্র: এক হাজার করে?

উ: হু

প্র: এক হাজার মুরগি পালা যায়?

উ: হু

প্র: আচ্ছা

উ: আপনি ২০০০ পালতে পারবেন।

প্র:আচ্ছা

উ: এইখানে ছিলাম এক বৎসর।

প্র: আচ্ছা

উ: মাঝখানে আবার গ্যাপ ছিলো, তারপরে এখন এইখানে করছি ৬ মাস।

প্র: আচ্ছা

উ: এই তো আমার বয়স, এই মুরগি পালার।

প্র: মানে ওখানে কতদিন আগে করছেন ওখানে?

উ: ওখানে ঐ ১১ সালে।

প্র: ২০১১ সালে, এরপরে শুধু ওখানে এক হাজার এক হাজার ২০০০ মুরগি পালছিলেন?

উ: হু

প্র: এর পরে আর করেন নাই?

উ: এক বৎসর পালছিলাম

প্র: এক বৎসর পালছিলেন, তারপরে আর করেন নাই?

উ: না

প্র: তারপরে আবার এই এখন শুরু করছেন?

উ: হ্যা, এইটা আমার ঐ যাতায়াত করতে অসুবিধা হয় দেইখা

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: ঐখানে বাদ দিয়ে, এই তো একটা এক্সিডেন্ট হইলো, আমার আব্বা মারা গেলো, বাড়ীতে আপনার হঠাত কইরা একটু সমস্যা হইলো

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: এই কারনে বাদ দিয়ে আসলাম

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: তো শেড আছে এখনো, শেডে

প্র: শেড এখনো আছে কিন্তু এখন মুরগি ওখানে তোলেন না?

উ: মুরগি ওখানে তুলি না।

প্র: আচ্ছা এমনি অন্য কোনো ব্যবসায়িক লস্‌ের কারনে বন্ধ রাখেন নাই?

উ: ব্যবসাইক লস্ লাভ, ব্যবসা করতে গেলে তো লস্ লাভ, লস্ লাভ দুইটাই আছে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা

উ: লস্ লাভের উপর নির্ভর করে নাই আমার অসুবিধার কারনে আমি, বাবা মারা যাওয়ার পরে ওখানে যাই নাই।

প্র: বাবা মারা যাওয়ার পরে যান নাই আপনি

উ: যাতায়াতের সমস্যা, ওখানে অনেক রাত্রে ১১ টা পর্যন্ত ওদের সাথে থাকলে, আমার ঐখানে যাতায়াত করতে, রাস্তাটা সমস্যা।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: এই কারনে ঐখান থেকে আর পোষায় না।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা, এই যে এখানে শুরু করেছেন কি এই বছর এটা?

উঃ হ এই বৎসর.. প্রথম ব্যাচ মনে হয় আনলাম, এইটা দিয়া ৪ ব্যাচ চলে এখন।

প্রঃ এইটা এই বছরের চতুর্থ ব্যাচ?

উঃ হু চতুর্থ ব্যাচ

প্রঃ আচ্ছা আচ্ছা প্রত্যেক ব্যাচে আপনি কতগুলো করে মুরগি তোলেন, আনুমানিক?

উঃ আনু ৮০০।

প্রঃ মানে এই ব্যাচে ৮০০ মুরগি তুলছেন?

উঃ হু

প্রঃ আচ্ছা আচ্ছা, এর আগে যে ৩ টা ব্যাচ এ বছর ছিল, কয়টা মুরগি তুলছিলেন তখন?

উঃ তখন ঐ প্রথমটাতে ছিল ৯০০।

প্রঃআচ্ছা

উঃ তারপরে ঘরের মধ্যে ৯০০ ওখানে সম্ভব হয় নাই।

প্রঃ আচ্ছা

উঃ তাই ১০০ কমায়া দিলাম

প্রঃ আচ্ছা

উঃ ৮০০ মুরগি তিন ব্যাচ হলো আর একবার ছিলো ৯০০।

প্রঃ প্রথম ব্যাচে ৯০০ ছিলো এই বছরের, এর পরে যে ৩ টা এটা সহ ৮০০ করে, তো এই যে এই পোল্ট্রি ব্যবসাটা কি আপনার মেইন আয়ের উৎস, নাকি অন্য আশেপাশে অন্য কোনো ব্যবসা করেন?

উঃ মূলত পোল্ট্রি ব্যবসাটা আমার এইখানে মেইন না।

প্রঃ মেইন না, আচ্ছা

উঃ আমি মূলত ব্যবসা করতাম কাঠের।

প্রঃ কাঠের ব্যবসা করতেন, আচ্ছা

উঃ কাঠের ব্যবসা, এখন মনে করেন আমি কাঠ সাপ্লাই দিতাম কুড়িগ্রাম, রংপুর আপনের বগুড়া আর টাঙ্গাইল, মধুপুর আ.. বড় বাজার এ সমস্ত এলাকা থেকে কাঠ সাপ্লাই দিতাম বেঙ্গল পেন্সিল।

প্রঃ কোথায়?

উঃ বেঙ্গল পেন্সিল ঐ যে আছে না পেন্সিল

প্রঃ আচ্ছা বেঙ্গল পেন্সিলে

উঃ হ্যা

প্রঃ ওখানে কি পেন্সিল ইয়া করতো কাঠ থেকে?

উঃ পেন্সিল করতো

প্রঃ আচ্ছা আচ্ছা

উঃ পেন্সিল করতো, পরে ঐটা বাদ দিলাম, পরে তো মুরগির ব্যবসা প্লাস মাছের ব্যবসা।

প্র: মাছের ব্যবসা, মানে ঐ কাঠের ব্যবসার সাথে আগে মাছের ব্যবসাও করতেন?

উ: কাঠের ব্যবসা বাদ দিয়ে মাছের ব্যবসা

প্র: আচ্ছা এখন মাছের ব্যবসাও করেন, পাশাপশি পোল্ট্রিটাও করতেছেন, তো এই যে পোল্ট্রির ব্যবসা প্রায় বছর খানেক মনে হয় হয়ে আসলো, কি রকম ইনকাম আসে এই পাস থেকে আপনার?

উ: ইনকাম পোল্ট্রির ব্যবসা আসলে ইনকাম এইটা কোনো গ্যারান্টি নাই।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: এক মাসে বা দুইমাসে আসে, তৃতীয় মাসে যেয়ে দেখা যায় যে সংসারও গেছে গা।

প্র: মানে এই মানে এই ৩ মাস লাভ হয়ে লাভে আসলো, ঐদিকে আবার লস্ চলে গেলো এই রকম কিছু?

উ: লাভ হইলে মনে করেন হয় দশ হাজার, আট দশ হাজার, আর লস্ গেলে মনে করেন ত্রিশ হাজার পচিশ হাজার গেলো।

প্র: তাহলে যদি আমি বছরে তো ১২ টা মাস, তো সে হিসাবে হিসেব করলে

উ: ১২ মাসে

প্র: মাসেক যদি হিসাব করি কত টাকা লাভ আসে?

----------**(০৫:০০মিনিট সম্পন্ন)**----------

উ: মনে করেন ১২ মাসে আপনের ব্যাচ তোলা যায় ৬ টা বা ৭ টা

প্র: আচ্ছা

উ: মিনিমাম ৬ টা ৭ টা, যদি একটা শেষ করে এটা তুলি, যেমন এই ব্যাচটা লস্‌ের কারন একটাই, সেটা হলো যে, এ্যা.. এই ব্যাচ গত ব্যাচ শেষ হওয়ার ১০-১২ দিন পরে আবার ব্যাচটা তোলা হইছে, যার ফলে রোগ ব্যধি বেশি। মুরগির আপনের গ্রোথ কম, যার কারনে এই যে এই বাচ্চার মোটামুটি..... বোঝা যাচ্ছে গত তিন ব্যাচে যা আসছিলো এই ব্যাচে তা লস্

প্র: এটা কতদিন বয়স এগুলো মুরগির এখন?

উ: এই পর্যন্ত বয়স হয়ে গেছে গা আজকে গত আসছে ২৪ তারিখে ২৪, ৮ দিন আর হলো গে আজকে ৭ তারিখ, ৮ আর ৭ এ ১৫, আর হলো ৩০

প্র: ৪৫ দিন

উ: ৪৫ দিন পার হয়ে গেছে গা।

প্র: এ্যা.. মুরগি তো মনে হয় অনেক, কতগুলো আছে এখন আপাতত মুরগি?

উ: ৮০০ থেকে সম্ভবত ১০০ মারা গেছে।

প্র: ১০০ মারাই গেছে?

উ: হ্যা মারা গেছে।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: বিগত ৩ ব্যাচে মনে করেন, দেখা গেলো যে প্রথম ব্যাচে মারা গেলো ৩০ টা, আর দ্বিতীয় ব্যাচে ৫টা না ৭ টা, তৃতীয় ব্যাচে মারা গেলো ২০ টা, ২০ টা না ২২ টা, আর এই ব্যাচে মারা গেলো ১০০, ১০০ টা মানে করেন ১১০-১২ টা মারা গেছে, তাতে দেখা গেলো, গত ৩ ব্যাচে যে লাভ হইছিলো, এই ব্যাচে তা লস্ হলো।

প্র: মানে গত ৩ ব্যাচে যা লাভ করছিলেন তা এই ব্যাচে আপনার মানে ঐ লাভটা তো যাবে যাবে সাথে আরো লস্ হবে?

উঃ সাথে কিছু লস্ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রঃ আচ্ছা আচ্ছা

উঃ ১০০ মুরগি মারা গেলো ১০০ মুরগিতে মনে করেন এতে কম করে হলেও এক একটা মুরগির ধরে যে ১৭০০-১৮০০ গ্রাম এর উপর আসতো, তাতে ১০০ মুরগি মারা গেলো, ওখানে ১৭০-৮০ যদি যায় গা, ১৭০-৮০ যদি মুরগির দাম যদি পাঠানো যায়, মনে করেন যখনি মারা যায়, তখন খরচের পরিমানটা বেশি হয়, আর যখন মুরগি যা আসে তাই যদি থাকে, খরচের পরিমান কম থাকে, তখন যদি ঐ যে খরচটা আসে, যদি খরচ কম থাকে প্রফিটের অংশ বেশি থাকে, এই কারনে যে যখন লস্ পরা হয় তখন দ্বিগুন যায় গা, লাভ হয় না, মনে করেন ১০ টাকা হলে লস্ হলে ২০ টাকা যায় গা, এই হলো..

প্রঃ তার মানে আপনার র্ফামে এবার আপনি ৮০০ মুরগি তুলছিলেন?

উঃ হু

প্রঃ এর মধ্যে প্রায় ১০০ খানেক মারা গেছে,

উঃ ১০০ খানেক মারা গেছে

প্রঃ তো এখন আর কতগুলো আছে আর বিক্রি, আপনি অনেগুলো বিক্রি করে ফেলেছেন মনে হয়?

উঃ হ্যা বিক্রি হয়ে গেছে, বিক্রি হইছে মনে করেন যে ৬১০-১২ টা বিক্রি হইছে

প্রঃ আর এখন

উঃ এখন ৭০-৮০ টা

প্রঃ ৭০-৮০ টা মুরগি এখন আর আছে, আচ্ছা এই ফার্মে মেইনলি আপনার মেইন দায়িত্বটা কি, মূল দায়িত্বটা কি, আপনি কি কি করেন র্ফামে, কি দায়িত্বটা পালন করেন?

উঃ যেমন এখানে মুরগি পালার মধ্যে মনে করেন, প্রথমে বাচ্চা যখন আসে, আসার পরে ঐটারে পর্যাপ্ত হিট যদি দিতে পারি, তাহলে দেখা যায় যে বিভিন্ন যেমন প্যারালাইসিস বা মনে করেন অরুচী এই জিনিসগুলো থাকে না, আর যখন পর্যাপ্ত হিট না আসে তখন আরো বিভিন্ন রোগের কারন বেশি থাকে, ঝুকি থাকে বেশি, তো দেখা যায় তার পরে যেমন এখন হলো বর্ষাকাল, বৃষ্টির পানিতে এই যে হয়তো যে কাপড়টা আছে।

প্রঃ হ্যা

উঃ এইটা মনে করেন বৃষ্টি হলেও নামান লাগে, আর বৃষ্টি না হলে উঠাইয়া রাখি, এই যে মনে করেন বৃষ্টির পরিমানটা যদি বেশি থাকে, তাহলে মনে করেন যে ৫ ঘন্টা ৭ ঘন্টা যখনে নামে আর কি, তখনি ধরা পরে ঐ পানি ধরে না

প্রঃ হ্যা

উঃ এই পানি ধরা রোগটা বেশি রকম আমাগেরে, আবার এখানে এই দেশে মূল কারন হইলো এইটা, যখন বৃষ্টির কারনে যখন নামি রাখি, ৫-৭ ঘন্টা থাকে বৃষ্টি, তখন আর উঠাইতে পারি না, তখন ঐ যে সমস্যাটা বেশি দেখা যায়।

প্রঃ ঐ যে পানিটা জমে সেই পানিটা থেকে

উঃ এই পানি যখন ঐটার গায়ে লাগে, তখনি ঠান্ডা লাগে, ঠান্ডার ঔষুধ খাওয়ালেই মনে করেন একটু দূর্বল হয়ে যায় গা, যখন দূর্বল হয়, তখন আপনার এই যে এই শরীলের ভিতরে পানি ধরে।

প্রঃ আচ্ছা

উঃ এই হলে মূল কারন, বাচ্চা মরার কারন হলো এইটা।

প্রঃ আচ্ছা তো আপনি আসলে এই যে মুরগির সচারাচর যে হাস-মুরগির যে খাবারটা যেটা দেন, সেটা কোথা থেকে কিনেন?

উঃ খাবারটা আসে এখানে ডিলার হইলো এই যে হাটুভাঙ্গা বাজারের জাকির।

প্র: জাকির সাহেব

উ: হু

প্র: আচ্ছা উনি আপনার কথা বলছিলেন, তো আর কোনো জায়গা থেকে কিনেন?

উ: না

প্র: শুধু ওনার কাছ থেকে কিনেন?

উ: হ ওনার কাছ থেকে আনি।

প্র: আর কোনো জায়গা থেকে আনেন?

উ: না

প্র: আনেন না, আচ্ছা এই যে আপনারা যে মুরগি গুলোকে আপনি মনে করেন এই যে স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য কি কি করেন, মানে খাবার ঔষুধ এগুলো আসলে কোনটা কোনটা কিভাবে কি করেন?

----------**(১০:০০মিনিট সম্পন্ন)**----------

উ: খাবার মনে করেন এখানে যে ইয়ে আছে এইটা এ্যাডভাইজার আছে, এই সাজেশন দেয় ঐ অনুপাতে ব্যবহার করি আবার বেশি রকম সমস্যা দেখা দিলে এখানে মনে করেন এই যে

প্র: কার সাজেশন অনুযায়ী ব্যবহার করেন, বললেন?

উ: এখানে একটা ডাক্তার রাখছিলো

প্র: আচ্ছা

উ: জাকির সাহেব

প্র: জাকির সাহেব

উ: হু এখানে একটা ডাক্তার আছে, ওর সাজেশনে ই করি আর যদি বেশি রকম সমস্যা দেখা দেয়, যে না ঐ সাজেশনে আর কাজ হচ্ছে না, তাহলে এখানে একটা ডাক্তার আছে সামছুল আলম, উনি আবার ঐ টাঙ্গাইল ডিষ্টিকের এ্যা. ছিল।

প্র: আচ্ছা

উ: তো সামছুল আলমের কাছ থেকে অনেক সময় প্রেস্ক্রিপশন করে আনি, তো আমার একবার দেখা দিলো আপনার এই যে গাম্বুরু করে কয়

প্র: হু গাম্বুরু।

উ: গাম্বুরু যখন দেখা দিলো, তখন আমরা মনে করলাম গাম্বুরু, কিন্তু ওনার কাছে নিয়ে গেলাম, উনি মুরগিটা কাটলো, কাটার পরে কইলো যে গাম্বুরু আছে তবে এইটা মেইন না। এর সাথে অন্য একটা সমস্যা দেখা দিছে, সেটা হলো গিয়া এই আপনের ঐ তো লিভারে পানি ধরছে।

প্র: হু গাউট টাইপের কিছু নাকি?

উ: হু হয়তো এই যে কোনো একটা আক্রান্ত করে মুরগির সমস্যা হলো এইটা। একটাই যখন আক্রান্ত করে, আর আর একটা হলো কি বললো যে এই সিজনটা হইলো কি পানিত থাইকা রোগ এটা সৃষ্টি হয় গাউট যেটা এটা বেশি আক্রমন করে। এটা বললো অন্য একটা লোকে, যারা দীর্ঘদিন ধরে এটার সাথে জড়িত আছে তারাই।

প্র: তারা কি বললো কোন রোগটা আক্রান্ত হয়?

উ: এই যে এই সিজনে যে পানিটা

প্র: পানির কারনে?

উ: হু পানির কারনে

প্র: আচ্ছা

উ: পানির কারনে গাউটটা বেশি হয়।

প্র:আচ্ছা আপনার কাছে কি মনে হয়, যে হাস-মুরগি পালনের জন্য মানে কোনে কোন দিক গুলো খুব গুরত্বপূর্ন বিবেচনা করেন আপনি, কোন কোন জিনিসগুলো খুব গুরত্বপূর্ন মনে হয়?

উ: যেমন একটা উদাহারন দিলে আমি বুঝতে পারতাম

প্র: মানে মনে করেন যে হাস-মুরগি আপনি যে লালন পালন করতেছেন, একটা বাচ্চা অনেকে আছে বাচ্চা কিনে নিয়ে আসে, খাবার দাবারটা ঠিকমত করে, অনেকে মনে করে পরিচর্যা ঠিকমত করা, অনেকে মনে করে আমার যদি বাচ্চা যদি দূর্বল হয়, যে বাচ্চাটা আমি নিয়ে আসছি কোম্পানির বাচ্চাটা, সেটা যদি ভাল বাচ্চা না হয়, তাহলে আমার হবে ই হয় না, তাহলে আপনার কাছে কোনটা মনে হয়, যে কোনটা হলে মনে হয় পারফেক্ট হবে বা মানে আপনার ব্যবসার জন্য হাস-মুরগি পালনে?

উ: এখানে হাস-মুরগিতে বেশিরভাগ ফেবার করে আপনার লাক ফেবার করে যেটা ঐটাই মূলত, তাছাড়া ঐ বাচ্চা ভাল আসবে বা মন্দ আসবে, দেখা গেলো যে বি গ্রুপের বাচ্চা যেটা, এইটাও অনেক সময় ভাল ওজন আসে আবার এ গ্রেডের বাচ্চা যেটা এইটাও অনেক সময়, এই যে আমার এই বাচ্চা কিন্তুএ গ্রেড। নারিশের এ গ্রেড বাচ্চা অথচ ওজন পাইলাম না, যেখানে গত ব্যাচে গত ৩ ব্যাচে ২০-২২ দিনে আমার ১৭০০-১৮০০গ্রাম ওজন আসে।

প্র: আচ্ছা

উ: আর এখানে ৩৫ দিনেও ৩৫ দিনে খাবার খাওয়ার কথা যে হলো আপনার ৪০ টা, ৩০-৩২ দিনে ৪০ টা খাবার খাওয়ার কথা, সেখানে ৩৫ দিনে ওভার হইয়ে গেলো খাবার খাইলো মাত্র আপনের ৩৫ দিনে মনে করেন খাইলো আপনের ৩২ টা

প্র: আচ্ছা

উ: খাবারে খাইলো না

প্র: খাবার খায়ই নি?

উ: না, আর ২০-২২ দিনে ওদের খাবার খাইলো গত ব্যাচে গত দুই ব্যাচে যখন ২০-২২ দিনে খাবার খাইলো আপনের ৩৫ বা ৩৪ বা ৩৩ এই রকম, ওজন আসলো ১৭০০/১৮০০/২০০০ এই রকম। তাইলে কি বলবেন, এ গ্রেডের বাচ্চাকে কি বলবো আর বি গ্রেডের বাচ্চাকে কি বলবো।

প্র: তার মানে বাচ্চা ভাল হইলেও ব্যবসা যে ভাল হবে

উ: এটার কোনো গ্যারান্টি নাই

প্র: গ্যারান্টি নাই আপনার কাছে কি মনে হয়, তাহলে কোন জিনিসটা মনে হয় যে কোন জিনিসটা করলে এ্যাকচুয়ালি বাচ্চাটা ভাল হবে, লালন পালন

উ: ভাল হতে পারে তাই না

প্র: হ্যা আপনার কাছে কি মনে হয়, আপনাদের ব্যবসার

উ: সেটা হলো আসলে পরিবেশই হলো সবকিছু, পরিবেশ যেমন পরিবেশের আমি যেটা এই ব্যাচে যেটা উপলব্ধি করলাম, যে পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারনে আমার বাচ্চার অসুখ দেখা দিলো এবং খাবার কম খাইলো ওজন কম আসলো, এটাই উপলব্ধি করলাম।

প্র: আচ্ছা

উ: কিন্তু দেখা গেলো আবার ঐখানে যে এক বৎসর মোটামুটি দুই দুইটাতে শেডের মধ্যে এক বছরে কমপক্ষে ৬ থেকে ৮-১০ টা ব্যাচ ই করলাম।

প্র: আচ্ছা এটা ২০১১ সালে?

উ: হু

প্র: আচ্ছা

উ: তখন যা দেখলাম, তখন আপনের বাচ্চা যেটা আনতাম ঐটাই বেশ ভাল ওজন আসতো।

প্র: আচ্ছা

উ: কিন্তু এখন এই যে ৫-৭ বৎসর পরে আইসা এখন যে দেখপার নইছি এইটা খাবারই কোনো কারন না বর্তমান ঔষুধগুলো ভাল আসছে না

----------(১৫:০০মিনিট সম্পন্ন)----------

এইটাই এটা কি বলবো কোনো কিছু নির্দিষ্ট করতে পারি না।

প্র: না আপনি এখন বুঝতে পারতেছেন না আসলে কোনাটার কারনে আসলে প্রভাব পরতেছে?

উ:এই ধরনের কোনো গ্যারান্টি আমার কাছে নাই যে এইটার কারনে এই সমস্যাগুলো দেখা দিছে।

প্র: আচ্ছা আপনি যে এখন মুরগিগুলোকে যে খাবার যে খাওয়ান এটা খাবার নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনি মানে কি দেখে নির্বাচন করেন আপনি যখন আপনি নারিশের খাবার খাওয়াচ্ছেন বললেন, আপনি কি দেখে নির্বাচন করছেন নারিশের খাবারটা, আরো তো অন্যান্য কোম্পানির খাবার আছে?

উ: হ্যা ইউনিয়ন আছে নারিশ আছে

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: নারিশ এখন বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জনে ব্যবহার কম করে সেটা হলো যে নারিশের দাম বেশি।

প্র: আবার নারিশের দাম বেশি

উ: এখন বাংলাদেশের একটা কথা বলি যেটার দাম ভালো, এখন ওটা ভাল কি মন্দ ওটা যাচাই করবে না, যেটার দাম ভালো মনে করে এটাই ভালো।

প্র: ওটার মান ভালো আর কি

উ: হু তো মনে করেন এটা কাপর একজনে কিনছে ৭০০ টাকা দিয়ে একটা সাধারন আর একজনে ৫০০ দিয়ে নিছে, এখন ৫০০ এওলাও চেক নিতেছে একজন নিচে যদি শোনে তাহলে মনে করবো, যে ঐ যে ও কিনছে ঐটাই ভাল, ৭০০ টাকা দিয়ে কিনছে ঐটাই ভাল, আসলে কাপর হাত দিয়ে দেখবো না যে কাপর কোনটা ভালো বা কোনটা বেশি টেকসই হবে, এই ধরনের কোনো ই এখন আর নাই, কাজেই এখন নারিশ বেশিরভাগ লোকেই ভাল মনে করে কিন্তু দাম বেশি দেখে ওটা খাওয়ায় না।

প্র: আচ্ছা

উ: আর ইউনিয়ন বর্তমানে চলতেছে

প্র: ইউনিয়ন ফিড নাকি

উ: হ ইউনিয়ন ফিড

প্র: আচ্ছা

উ:এটা যে এখানে বর্তমানে চলতেছে শতকরা ৭০-৮০ জনে এইটাই ব্যবহার করে, কিন্তু এইটাই তো আমি কখনো খালি আমার শেড না পার্শবর্তী মনে করেন আপনার কাছে আমি ওখানে বসি, কিন্ত মোটামুঠি এলাকার সবাই আসে, আসার পরে যে আলোচনা হয়, তাতে খাবারে কোনো ডিফারেন্স কোনো কিছু বোঝা যায় না, বেশি দামের খাবার খাওয়ালে যে ভাল হবে, এই ধরনের কোনো সমস্যা বা এই ধরনের আলোচনা খুব কম হয়।

প্র:আচ্ছা

উ:খাবার যেটাই হোক যদি মুরগি খায় ভালো, ওজন আসে ভালো, রোগ যদি না থাকলো সেটা ভালো ভাবে গ্রোথ হয় এই টুকুই বুঝা যায়।

প্র: না আপনি তাহলে প্রাধান্য তাহলে কোনটাকে দিলেন, মানে দামটাকে হিসেব করে প্রাধান্য দিলেন, নাকি নারিশ পাইতেছেন নারিশ নিচ্ছেন না এরকম কোনো কিছু, অন্যান্য যেমন আমি শুনছি প্রভিটা ফিডও আছে তারপরে কোয়ালিটি ফিড আছে, সিপি আছে, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি যে নারিশটা যে নির্বাচন করলেন কেনো নারিশ, অন্য গুলো কেনো না?

উ:নারিশ আমি মূলত আপনার কথাও ঠিক আছে কারন আমি মূলত খাদ্যকে প্রধান্য দেই না।

প্র: খাদ্যকে প্রাধান্য দেন না?

উ: না আমি কখনো দিচ্ছি না

প্র: আচ্ছা

উ: আমি নারিশও ব্যবহার করে দেখছি এবং ইউনিয়নও ব্যবহার করে দেখছি, এখন নারিশেও যে রকম মাঝে মধ্যে ফলন পাইছি, আবার ইউনিয়নেও সে রকম মাঝে মধ্যে ফলন পাওয়া যায় কিন্তু প্রতি ব্যাচে যে আপনের নারিশ হওয়ায় প্রতি ব্যাচে আমার এক রকম আসবে তা আসে না

প্র: আচ্ছা

উ: কাজেই দেখা যায় যে প্রধান্য দেবো কিভাবে।

প্র:আচ্ছা তো আপনি আ.. তার মানে আপনি দামকেও প্রধান্য দিচ্ছেন না যে আপনি পাচ্ছেন তাই খাওয়াচ্ছেন?

উ: হু এখন দুইটাই এখানে আছে, অন্য অন্য খাদ্য এখানে তেমন একটা সাপ্লাই হয় না।

প্র:আচ্ছা

উ: ইউনিয়ন এবং নারিশ দুইটাই হয়।

প্র: অতএব সাপ্লই একটা কারন হতে পারে যে অন্য অন্য খাবারগুলো এখানে আপনার এ এরিয়াতে আসে না

উ: আসে না

প্র: এখানে আপনার মেইনলি আসে হচ্ছে ইউনিয়ন

উ: আর কি..

প্র: আর নারিশ, সো আপনি এদের মধ্যে নারিশকে বাইছা নিছেন, সিপিও আসে?

উ: হু

প্র:আচ্ছা আচ্ছা

উ: আবার অনেকে দেখা যাচ্ছে যে অর্ডার দেয়

প্র: আচ্ছা

উ: এর মধ্যে মনে করেন এখানে জাকিরের আন্ডারে কমপক্ষে ১৫০ আছে

প্র: আচ্ছা

উ: ১৫০ খামারের মধ্যে দু একজনে অর্ডার দিয়ে আনে, যে না আমি এইটাই খাওয়াবো, এই রকমও আছে।

প্র:আচ্ছা আপনি এই যে হাস-মুরগির যে মানে হাস-মুরগির যে খাবারটা আনেন সেটার সাথে কি মানে খাবারের সাথে কোনো সম্পুরক কিছু দেন মানে অনেকে আছে না যে স্বাস্থ্য ভালো হওয়ার জন্য এরিটিভ যেমন ভিটামিন আমরা খাই, ঠিক তেমনি মুরগির ক্ষেত্রে আপনি কোনো সম্পুরক খাবার এসব কিছু দেন, মেইন খাবারের সাথে?

উ: মুরগির খাবারের সাথে দেই না কিন্তু পানির সাথে ইউজ করি।

প্র: পানির সাথে ইউজ করেন?

উ: পানির সঙ্গে ইউজ করি একটা

প্র: কি ইউজ করেন আর কি?

উ: মনে করেন প্রথমে যখন আনা হয় তখন স্যালাইন দেই, সাথে আপনার ঐ যে ঐ মকসিলিন

প্র: মক্সাসিলিন

উ: মক্সাসিলিন যেটা এই গুড়াগুলা দেই

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: পাউডার গুলো এবং সাথে আপনার ইয়ে এখন আবার নতুন করে একটা ই বাইর হইছে বোতলের মধ্যে এ.. আপনার তরল জাতীয়, এইটা অনেক সময় ব্যবহার করা হয়।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা

উ: ঐটা কোনো নিদ্রিষ্ট না

প্র: মানে আপনার ঐ মানে যে যেগুলো খাবারের পাশাপাশি মনে করেন বাড়তি খাবার এইটা, বাড়তি কি হিসেবে দেন, মানে যাতে ওর গ্রোথটা ভাল হয় নাকি

উ: হু এইটা আপনের ঐ যে ২০-২২ দিনের পরে দেয়।

প্র: মানে ২০-২২ দিন পর থেকে এই জিনিসটা দেয়?

উ: পর থেকে অ.. এই অল্প বয়সে দিলে পরে ঐটা সহ্য করতে পারে না

প্র: সহ্য করতে পারে না

উ: সহ্য করতে পারে না

প্র: তার মানে আপনি ২০-২২ দিন পর থেকে কি কি দেন, ঐ যে মক্সাসিলিন

----------**(২০:০০মিনিট সম্পন্ন)**----------

উ: না ২০-২২ দিন পর থেকে এন্টিবায়োটিক কিছু থাকে

প্র: এন্টিবায়োটিক কিছু দেওয়া হয়?

উ: হু

প্র: আচ্ছা এখন ঐ যে বাড়তি যে খাবারটা দেন, বললেন মক্সাসিলিন আর কি কি জানি বললেন, নামগুলো একটু বলবেন কাইন্ডলি?

উ: প্রথমে কি ব্যবহার করি মনে করেন, ঐ.. থাকে আপনের ম্যানটোস

প্র: ম্যানটোস

উ:ম্যানটোস একটা আছে, আপনার বি-প্লাস সি আছে

প্র: বি

উ: বি-প্লাস সি

প্র: আচ্ছা বি-প্লাস সি

উ: আবার আপনার ই আছে এই.. ব্রমিক্স আছে

প্র:কোনটা

উ: ব্রমিক্স

প্র: ব্রমিক্স আচ্ছা

উ: মনে করেন ঐ প্রথম অবস্থায় ঐটারে সতেজ করে তোলার জন্য

প্র:আচ্ছা

উ: যদি দরকার মনে করি, ওগুলিই ব্যবহার করা হয়

প্র: এটা প্রথম অবস্থায় ব্রমিক্সটা দেওয়া হয় সতেজ করে

উ: না প্রথম অবস্থায় আপনার দেওয়া হয় আপনার ঐ যে মক্সাসিলিন

প্র: মক্সাসিলিন

উ: তারপরে আপনের গ্লুকোজ জাতীয় স্যালাইন

প্র: আচ্ছা

উ: গ্লুকোজটা বেশি খাওয়ানো হয় প্রথম অবস্থায়, প্রথম অবস্থায় বেশি খাওয়ানো হয় এই কারনে যাতে তারাতারি সতেজ হয়ে ওঠে, এই কারনে, তার পরে এবার আসেন ঐ লিভারের সমস্যা যাতে না হয়, এই জন্য ব্রমিক্স

প্র: আচ্ছা

উ: আবার ধরেন কোনো এই যে আপনার এই যে দেখা যায় যে পাতলা পায়খানা তাহলে আপনার এই যে ব্যবহার করা হয় পলিভেট আবার

প্র: পাতলা পায়খানার কি বললেন

উ: পলিভেট

প্র: অলিভেট

উ: পলিভেট যেটা ঐটা আপনের ঐ অনেক সময় পায়খানা শক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়, এই একেকটা একেক কোম্পনির একেকটা আসে

প্র: তার মানে এই যে এই এই কারনে এই এই উদ্দেশ্যে আপনি বাড়তি খাবার বা জিনিসগুলো দিয়ে

উ: ব্যবহার করা হয়

প্র: আচ্ছা আপনি এই যে হাস-মুরগিগুলোকে মানে যাতে অসুখ বিসুখ না হয়, সুস্থ রাখার জন্য কি ভ্যাকসিন ব্যবহার করেন?

উ: অবশ্যই ব্যবহার করি, এটা হলো যে ৪ দিনে ৫ দিনে ৪ দিন থেকে ১০ দিনের ভিতরে, আর একটা ব্যবহার করি আপনার ১২ থেকে ২০ দিনের মধ্যে

প্র: আচ্ছা একটা ৪ দিন থেকে ১০ দিনের ভিতরে একটা ব্যবহার করেন

উ: আবার কখনো কখনো দেখা যায় যে ১২ থেকে ১৬-১৮ ২০ দিনের মধ্যে

প্র: আচ্ছা ৪ দিন থেকে ১০ দিনের মধ্যে কোন ভ্যাকসিনটা ব্যবহার করেন?

উ:এগুলো তো আমরা সাধারনত দোকানে যেটা দেয় ঐটাই ব্যবহার করি, এগুলার কখনো কোনো নাম জিজ্ঞেস করি নাই বা কোন কোম্পানীর

প্র: দিচ্ছেন এমনি নামটা মনে নাই

উ: না এই ধরনের

প্র: তাহলে দোকানে গিয়ে যখন আপনি চান ঔষুধটা কি বলেন?

উ:তখন আমরা এইটাই বলি যে মুরগির বয়স ৪ দিন অথবা ৫ দিন

প্র: এখন কোন ভ্যাকসিনটা দিতে হবে?

উ: হ্যা ভ্যাকসিন কোনটা দিবেন দেন, এই ভাবেই আসে, মূলত কেউ নাম জিজ্ঞেস করে আনে না যে এই কোম্পানির এইটা দেন, ডাক্তারে আনেকে আছে জানেও নাই, নামই খুজে নাই কখনো, এখন আমার যখন এই যে এইখানে আবার মনে করেন, জাকির তো আমার বড় ভাইয়ের ছেলে

প্র: আচ্ছা আচ্ছা হ্যা

উ:এই সুত্রে যেমন আমি ওটা জিজ্ঞাস এ করি না কখন যে কি কোন কোম্পানির কোনটা দিচ্ছো, আমি তো বিশ্বাস করি যে যেটা ভাল ঐটাই দিচ্ছে, এই হিসাবে আমরা জিজ্ঞেস করি না

প্র: না তারপরও যেমন অনেক নাম জানতে হয় না, আমি নাম জেনে রাখলাম, নিজে জানার জন্য আর কি সেইটাই আর কি বললাম

উ: যে দাম এবং দামটা জানাও কখনো প্রয়োজন মনে করি না

প্র: আচ্ছা

উ: কেনো প্রয়োজন যে নিজস্ব মানুষ

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: এই হিসাবে ওখানে কখনো জিজ্ঞাস করি না যে এটার দাম কত ওটার দাম কত

প্র: না আমি দামের কথা বলতেছি না আমি বলছি নাম, তারপরও হ্যা যেকোনো সময় কাউকে আবার আপনি জিজ্ঞাস করলাম, আপনি খাওয়াইতেছেন হয়তো আপনি জানলেন না যে নামটা কি?

উ: হু

প্র: অনেক সময় তো এটা আপনার নিজের জানার জন্য আর কি, সেটাই বললাম

উ:না তাও জিজ্ঞাস করি না

প্র: আচ্ছা আচ্ছা আপনি একজেক্টলি ৪ থেকে ১০ দিনের মধ্যে একটা ভ্যাকসিন ইউজ করেন আবার করেন হচ্ছে

উ: ১২ থেকে ১৬-১৮ দিনে

প্র: ১২ থেকে ১৬-১৮ এরকম এই দিনের মধ্যে, তারপরে আর কোনো ভ্যাকসিন দেন?

উ: না এই দুইটা ভ্যাকসিনে

প্র: এই দুইটা ভ্যাকসিনে দেওয়া হয়

উ: এখন তো মনে করেন এইটা হলো গে আপনের ঠান্ডার লাইগা, ৪ দিনের ভিতরে যে ১০ দিনের ভিতরে ঠান্ডর জন্য বিশেষ করে ঠান্ডার জন্য ব্যবহার করা হয়

প্র: আচ্ছা

উ: আর ১২ থেকে ১৬-১৮ দিন যেটা ব্যবহার করা হয় ঐটা আমাশা বিভিন্ন

প্র: এই যে আপনি যখন এই যে হাস মানে মুরগিগুলো যেগুলো আছে, যখন এটা অসুস্থ হয়, এই যে আপনি বললেন অসুস্থ হইছিলো, তখন আপনি আসলে কি ব্যবস্থা নেন, মানে এই ধরনের সার্পোজ যেখানে আপনার সার্পোজ বিগত ৬ মাসের মধ্যে কোন মুরগি অসুস্থ হইছে কি না

উ: হু

প্র: যখন যদি অসুস্থ হয়ে থাকে, ঐ সমায়ে আপনি কি ব্যবস্থা নিছিলেন?

উ:যখন আপনের দেখা গেলো যে আনার যেদিন আনা হয় ঐ দিনেই আপনের দেখা যায় যে প্রায় দুই চারটা বাচ্চা মরে, তখন আমরা মনে করি সাধারনত একত্র জড়ো হয় সবগুলো, এই একটার উপর আর একটা বসে সেই কারনে চাপ খাইয়া মারা যায়, এটা কোনো ক্লেমই না, দেখা যায় ৫-৭ দিন পরে থাইকা যখন একটা দুইটা মারা যায়, প্যারালাইসেস দেখা যাচ্ছে তখন আমরা ঐটা আপনের ঐ ঐখানে যে ডাক্তার থাকে ওর শরনাপন্য হই।

প্র:আচ্ছা আপনি কোথায়, ওই যে জাকির ভাইয়ের ওখানে?

উ: হ্যা ওখানেই যে কোনো পশের রুমে ডাক্তার আসে।

প্র:আচ্ছা

উ: ওর কাছে আমরা নিয়ে যাই

প্র: আচ্ছা

উ: নিয়ে গেলে ঐ কাটা ছিড়া করে, তারপরে দেখে কি সমস্যা স্বাভাবিকভাবে

----------**(২৫:০০মিনিট সম্পন্ন)**----------

ঔষুধ ওরা দিয়ে দেয়, দেখাগেলো যে ঐটাই আমরা সমস্যা শেষ হয়ে গেলো, তাহলে আমরা বাড়তি কোনো কিছু করি না, আর যখন যে ঐ সমস্যা শেষ হচ্ছে না, তখন উনি নিজেই বলবে যে আমি আসলে এখন বুঝতেছিনা কি করা যায়, তখন দেখা যায় বিভিন্ন কোম্পানী থেকে নারিশ কোম্পানী থেকে একজন ওইদিক থেকে বা আরো ঔষুধ কোম্পানী যেগুলো আছে, এই যে একমি থেকে এগুলো থেকে যারা ডাক্তার আসে, এই যে খামার এগুলোতে প্লান করে তারা আসে, আসলে পরে তাদের কাছে বলি, ওখানে যদি হয় হলো, তা না হলে আবার দেখা যগেলো যে কোনো ভাবেই হচ্ছে না, তাহলে ঐ যে কইলাম ঐ সামসুল আলম, ওনার কাছে নিয়ে যাই।

প্র: সামসুল আলম

উ: হু

প্র: মানে এটা কোথায় উনি পশু হাসপাতাল

উ: ইনি ছিলো আপনের টাঙ্গাইল ডিষ্ট্রিকে টাঙ্গাইলেই থাকতো তারপরে আবার এই সোহাগপুরে এখানে ই আছে না

প্র:হ্যা হ্যা

উ: ঐখানে বসতো এখন বর্তমানে উনি রিটার্ড

প্র: রিটার্ড আর কি

উ: হু

প্র: উনি সরকারী হাসপাতালে সরকারী ডাক্তার ছিলেন?

উ: সরকারী ডাক্তার

প্র: মানে সরকারী পশু ডাক্তার উনি?

উ: সরকারী পশু ডাক্তার

প্র: উনি আগে দেখতো আর কি আচ্ছা, আচ্ছা আপনার মনে করেন এই যে মনে করেন এই আপনার তো এইখানে ব্যবসা করতেছেন বা আশেপাশে যে আল্লাহ না করুক যদি বা আপনার এখানে যদি মনে না করেন মহামারী রকমের, মানে একসাথে অনেক মুরগি মারা যায় না?

উ: হু হু

প্র: এটা মহামারী বলা যায়

উ: মহামারী

প্র:এরকম যদি কখনো শুরু হয় তখন আপনি আসলে কি ব্যবস্থা নেন, মানে ঐ সময়টাতে, সার্পোজ আপনার র্ফামেই হোক বা আশেপাশের কোনো ফার্মেই হোক, যদি সার্পোজ আপনি শুনছেন আপনি জানছেন যে একসাথে এই রকম অনেক মহামারী আকারে মুরগি মারা যাচ্ছে, তখন আপনি কি করেন?

উ: তখন আমরা এটা দ্রুত ভাবে ঐ সামসুল আলমের সাক্ষাত করি।

প্র:আচ্ছা

উ: উনি যেটা শোনে উনি যে যে মুরগীগুলো মরে

প্র: হ্যা

উ: ওনার ওখানে নিয়ে যাই, ওনার কাছে নিয়ে গেলে উনি কাটা ছিড়া করে দেইখা তার পরে প্রেসক্রিপশন করে দিবে, এই হিসেবে আমরা ঔষুধ কিনে খাওয়াই।

প্র:আচ্ছা

উ: আর এই উনি আছেন আর একটা ডাক্তার আছে সেটা সাহাপাড়া নিজস্ব র্ফামেসী দিছে, উনি ফারুক

প্র: আচ্ছা নাম ফারুক, আচ্ছা

উ: উনি আছে ওার সাথে আপনার এই পরামর্শ করি বা উনি আসেন অনেক সময়, হয়তো দেখা যায় যেমন জাকিরের নিজস্ব প্রইভেট যেগুলো কাছের যে সমস্তগুলো, আবার ভালো ভালো খামারি যারা, তাদের যখন বেশি রকম সমস্যা দেখা দেয় তখন ঐ ফারুকরে কল করা হয়, অথবা সামছুল আলমরে কল করি ওনারা আসে, ... যেমন আরো দুই একটা খামারী আছে, তারা যদি কল করে সারা জীবন সারা জীবনে কল করে তাহলে আসবে না, কিন্তু যখন জাকিরের ই ভাল সাইট ভাল বা তার প্রতি মানুষের ভালবাসা আছে বিধায় কেউ ঐ ফারুকরে ফোন করে দেয়, ফারুক সাহেবরে ফোন করে, ফোন করার সাথে সাথে কি হইছে, ও.. যেমন বয়সীদের ফ্রি বলি আর কি

প্র: হু

উ: সবার সাথে ভাল রিলেশন আছে ভাল মন্দ এই চাচা লাগে তার সাথে চাচা আবার যখন কারো কল করে, দেখা যায় যে ঐ লোকজন টাকা পাইছে, সাহায্যের দরকার হইলে আপনার ফার্মে ঢুকবে, আর যদি ঐখানে মুরগি সাইট কইরা কাটায় কাইটা যদি দেখে না এই সমস্যা যেটা সমাধান করা যাবে, তাহলে উনি ফার্মে আসে না, খামারে আসে না।

প্র:আচ্ছা

উ: আর যদি খামারে যাওয়ার প্রয়োজন পরে, বিশেষ কোনো এরকম যদি ঝুকি যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে সরাসরি খামারে যায়, এরা সাজেশন দেয় ঐ সাজেশনে আমরা কাজ করি।

প্র: আচ্ছা এটা উনি বললেন অন্য কারো খামারে এটা ঘটলে হলো, আপনার ফার্মে যদি এরকম মহামারী আকারে আল্লাহ না করুক যদি ঐ রকম হয়, তখন আপনি কি করবেন?

উ: তখন আমরা কি ইয়া ডাক্তারের কাছে ফোন করবো।

প্র: মানে ঐ একই ভাবে আলোচনা করবেন যে কি পরামর্শ করবেন যে কি করা যায়, সার্পোজ এরকম হলো যে মানে এমন ভাবে হইছে যে মুরগি আর বাচানো সম্ভব না, তখন আপনি কি করবেন, যদি আল্লাহ না করুক যদি এরকম হয়?

উ: এরকম হইলে তখন আর বিকল্প কোনো কিছু আমরা এই যে কোনো কিছু করার (অন্য কথা) আমরা এই তো ঐ আমাদের দৌড় ঐ দুইজন পর্যন্ত, ফারূক এবং সামসুল আলম

প্র: আচ্ছা

উ: এর বেশি আমরা অগ্রসর হই না

প্র: না অনেকে আছে যেমন ঐ যে হইছে আমি আর মুরগি হয়তো পালতে পারতেছি না, অনেকে বিক্রি করে দেয়, এই অবস্থায় অনেকে, তো এই রকম

উ: তবে জাকিরের এই জিনিসটা জাকিরের মধ্যে যে মুরগিগুলো অসুস্থ হয়ে যায়, এটা তো আর কেউ খায় না টিকবে না, এই অসুস্থ মুরগি কারো কাছে বিক্রি করে না।

প্র:আচ্ছা

উ: তাতে যদি লস্ হয় সেটা আমি বিবেচনা করবো, এটা হলো উপর ওয়ালার

প্র: হ্যা এটা ভালো জিনিস কারন যে মুরগি অসুস্থ, মুরগিটা যদি আমি বিক্রি করে দেই, তাহলে যারা খাবে তাদেরো তো

উ: সমস্যা হতে পারে

প্র: এটা আপনের জাকির সাহেব নির্দেশ দিয়েছেন?

উ: হ্যা এটা ওর নির্দেশ, এরকম অনেক করছে

প্র: আচ্ছা

উ: এরকম অনেক করছে, ঐ যে বলতে চায় না, এরকম করছে

প্র: কে করছে মনে করেন তো?

উ: এই জাকির, এরকম যদি কোনো বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিছে, মুরগি বাচান যায় না, যে অসুস্থ মুরগি তারাতারি বিক্রি করে ফেলায়, এই ধরনের নির্দেশ ওখানে যায় নাই এবং ঐভাবে যদি কেউ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইছে, তাহলে তাকে ছাড় দিছে।

প্র:আচ্ছা

উ: এইটা ওর মধ্যে আছে

প্র: আচ্ছা এই যেমন আপনি যে মনে হাস-মুরগি যখন ঐ যেমন এখন তো কিক্রির বয়স হয়ে গেছে

----------**(৩০:০০মিনিট সম্পন্ন)**----------

অলরেডি ৬ গাড়ী চলে গেছে, এই বিক্রি বিক্রি করার কতদিন আগে থেকে, আপনি তো এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করেন?

উ:হু

প্র: কমবেশি সবাই

উ: সবাই করে

প্র: সবাই করে তো এই এ্যা.. মানে বিক্রির কতদিন আগে থেকে মানে এন্টিবায়োটিক দেওয়া বন্ধ করেন, মানে অনেকে আছে যে, সার্পোজ আমি কালকে আগামী পরশুদিন মুরগি বিক্রি করবো, ৩ দিন আগে থেকে বন্ধ করে দেই, অনেকে আছে একদম এন্টিবায়োটিক দিতে থাকে, বিক্রির আগ পর্যন্ত, আজকে দেখা যাইতেছে আজকেও দিয়ে দেই, তো আপনি কি এন্টিবায়োটিক দেওয়া বন্ধ করেন নাকি দিতে থাকেন?

উ: এখন আপনার দেখা গেলো যে মুরগির বয়সের চেয়ে ওজন আসে নাই

প্র: পর্যাপ্ত ওজন বলতে আপনি কি বোঝেন?

উ: মানে করেন খাবারের সাথে ওটার সম্পর্ক।

প্র:আচ্ছা

উ: খাবারের সাথে সম্পর্ক যেমন আপনের এ... ৩০ দিনে মোটামুটি স্বাভাবিক ১০০ মুরগির জন্য ৫ বস্তা খাদ্য লাগে।

প্র: আচ্ছা

উ: এইটা হইলো যে একটা লিমিট

প্র: ৩০ দিনে ১০০ মুরগির জন্য ৫ বস্তা খাবার, আচ্ছা

উ: দেখা গেলো যে ৪ বস্তা অলরেডি খাইয়া ফেলছে

প্র: আচ্ছা

উ: ওজন দিবো ১৮০০-১৯০০ বা ১৭০০ আইসা গেছে

প্র: মানে ৩০ দিনে একটা মুরগির জন্য ১৮০০ আসা উচিৎ?

উ: ১৮০০ আসা উচিৎ

প্র: ১৮০০ গ্রাম

উ: আর ৩০ থেকে ৩২ দিনের মধ্যে ১৮০০ থেকে ২০০০

প্র: গ্রাম

উ: দুই কেজি

প্র: দুই কেজি

উ: আসার হলো যে দরকার, আমরা মনে করি স্বাভাবিক

প্র: সুস্থ মুরগি

উ: সুস্থ মুরগি স্বাভাবিক, এইটা মনে করি আমরা যে আসা দরকার, যদি দেখা গেলো যে আপনের ২০-২০ দিনে ঐ ১৫-১৬ আইসে গেছে তখন ঐটারে ঐ আপনের এন্টিবায়োটিক বাদ

প্র: এন্টিবায়োটিক বাদ

উ: হ বাদ, তখন ফিড ব্যবহার করবো, নরমল ভিটামিন যেটা খাইলে যেটা সবল থাকবে, এই রকম কিছু ব্যবহার করা হয়।

প্র:আচ্ছা

উ: ব্যবহার করলে মনে করেন মুরগি আর কোনো দূর্বল যাতে না হয়, এগুলা ব্যবহার করি, ব্যবহার করতে থাকে, যেটা খাবারের সাথে মিশলে পরে কোনো ক্ষতি নাই, এই ধরনের কিছু ঔষুধ ব্যবহার করে সাধারনত।

প্র: আচ্ছা

উ: ওদের যে কেউ করে না বলবো যে আমি করি না, এটা বলবো

প্র: আচ্ছা

উ: করবে সবাই

প্র: কম বেশি সবাই করে কিন্তু বেসিকেলি আপনারা ২০ মানে ২২ দিন যখন বয়স থাকে তখন

উ: তার পরেত থাইকা চিন্তা ভাবনা করে

প্র: চিন্তা ভাবনা মানে বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করেন?

উ: হ এন্টিবায়োটিক বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা

প্র: এন্টিবায়োটিক ফুল বন্ধ করে দেওয়ার

উ: ফুল বন্ধ করে দেওয়ার

প্র: আচ্ছা

উ: ৩০-৩২ দিনে বিক্রি করতে হবে

প্র: বুঝতে পারছি

উ: এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে পরে দেখা যায় যে যে এইটা বেশি পরিমানে পড়ে গেলে মুরগির ক্ষতি হয়

প্র: মুরগির ক্ষতি হয়, আচ্ছা

উ: ওজন বাড়ে না ওজন কমে যায়

প্র: মানে এন্টিবায়োটিকের কারনে ওজন কমে যায়?

উ: ওজন কমতে থাকে

প্র: আচ্ছা

উ: যেমন আপনার ইয়া খালি হইছে সিপ্রো .. জন্য সিপ্রো

প্র: সিপ্রো

উ: সিপ্রো যদি আপনি মাত্রাটা বেশি পরে গেলো, ওই মুরগির ওজনেই আসবে না

প্র: আচ্ছা

উ: কাজেই ওটাতে ২০-২২ দিনের মধ্যে ওটা মানে বন্ধ করতেই হয়।

প্র: আচ্ছা

উ: কারন এন্টিবায়োটিক খাওয়ালো তো আসলে প্রথম ইয়া.. পর্যাপ্ত বারে না।

প্র: আচ্ছা

উ: এন্টিবায়োটিক খাওয়ালে শুধু খালি রোগ নিরাময় করা যায়।

প্র: তার মানে আপনার মতে এন্টিবায়োটিকটা হইতেছে রোগ নিরাময় করে কিন্তু ওজন বাড়ায় না

উ: না ওজন বাড়ায় না

প্র: কিন্তু অনেকের ধারনা কিন্তু এন্টিবায়োটিকের কারনে ওজনও বাড়ে?

উ: না না এটা একটি বললে আমি বিশ্বাস করবো না, কারন এন্টিবায়োটিক খাওয়ালে পরে ওজন পর্যাপ্ত আসবেই না, যদি এন্টিবায়োটিক বেশি খাওয়ায়ে ফেলায়।

প্র:আচ্ছা

উ: এন্টিবায়োটিক যত কম খাওয়াইবো তত ওজন সুন্দর হবে।

প্র: এই যে আপনি যে এখন তো মনে করেন গরম চলতেছে তাই না গরম আবার বৃষ্টিও হয় এভাবে চলতেছে, তো বছরে তো বিভিন্ন মৌসুম আছে গরম শীত বর্ষা, এই যে হাস-মুরগির মুরগির পরিচর্যাটা করতেছেন এটার ক্ষেত্রে সময় অনুযায়ি কি কোনো ডিফারেন্স আছে, যে আপনি, কি রকম?

উ: এটা হলো যে আপনের ফাল্গুন মাস থেকে ফাল্গুন মাস থেকে ইয়া.. বৈশাখ জৈষ্ঠ্য পর্যন্ত আপনার মুরগি পালার আমাদের বাংলাদেশের জন্য প্রযজ্য সময়।

প্র: মানে ফাল্গুন মাস থেকে

উ: আপনার বৈশাখ জৈষ্ঠ্য

প্র: বৈশাখ জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত মুরগি পালার উপযুক্ত সময়

উ:এখন আগে ছিল আপনের চৈত্রী মাসে পুরা গরম আইসে যেতো

প্র:আচ্ছা

উ: কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের সিজন মোটামুটি এখন অনেকটাই চেন্জ হয়ে গেছে

প্র: আচ্ছা

উ: বৈশাখ মাস পর্যন্ত আপনের শীতের অংশ থাকে

প্র: আচ্ছা

উ: যার কারনে না শীত না গরম, এই সময়টা থাকে মূলত ৪ মাস

প্র: আচ্ছা

উ: সেটা হলো যে ফাল্গুন মাস থেকে আ.. মাঘ ফাল্গুন থেকে চৈত্রী বৈশাখ পর্যন্ত

প্র: আচ্ছা

উ: এই সমায়ের মধ্যে মুরগি আপনের খুব ভালো হয়, পর্যাপ্ত বৃষ্টিও থাকে না পর্যান্ত গরমও থাকে না

প্র: আচ্ছা

উ: এবং পর্যাপ্ত ঠান্ডাও থাকে না

প্র: আচ্ছা

উ: এই কারনে ঐ ৪ টা মাস হলো মুরগি পালার যে আমাদের বাংলাদেশের জন্য বিশেষ প্রযজ্য

প্র: উপযুক্ত সময়

উ: হ্যা উপযুক্ত সময়

প্র: তো ঐ সময়টাতে মুরগি যেভাবে পরিচর্যা করেন, তো সারা বছরে কি একই ভাবে পরিচর্যা করেন নাকি কোনো ভাবে কোনো চেন্জ রাখেন?

উ: না ঐ সময় ঐ সময় আপনের একটা জিনিস হলো যে ই লাগে না, হিট তেমন বেশি লাগে না।

প্র: আচ্ছা

উ: হিট তেমন বেশি লাগে না, আবার আপনের

----------**(৩৫:০০মিনিট সম্পন্ন)**----------

পার্শ প্রতিক্রিয়া যেটা বৃষ্টির পানিতে বা পর্দা ঢাইকা রাখার কারনে আপনের যে সমস্যাটা দেখা দেয় সেটাও হয় না, এই কারনে ঐ সমায়ে আমরা প্রজয্য সময় মনে করি।

প্র: আচ্ছা এমনি সেটা হচ্ছে আপনার ইয়ের সময়টা মানে মাঘ ফাল্গুন

উ: মাঘ ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ

প্র: চৈত্র বৈশাখ এই ৪ মাস

উ: ৪ মাস

প্র: এর পরে যে এই যে জৈষ্ঠ্য আষাড় শ্রাবন বর্ষার যে টাইমটা আছে, এই টাইমে কি করেন

উ: আ.. জৈষ্ঠ্য আষাড় শ্রাবন ভাদ্র এই ৪ মাস হলো বর্ষাকাল

প্র: আচ্ছা

উ: বর্ষাকালে সমস্যা এই কারনে দেখা যায় অতিরিক্ত গরম পরে, আবার হঠাৎ করে বৃষ্টি নামে, এই যে গরম শেষ না হইতেই মুরগির ভিতরে গরম শেষ না হইতেই পাশের বৃষ্টির ঐ ঠান্ডাটা বেশি পরে যখন, তখন একটা ঠান্ডা ভাব হয় বেশি

প্র: আচ্ছা এই যে হাস-মুরগি পালনের ফলে যে একটা বজ্য তৈরি হয়, ময়লা তৈরি হয়, তো এইটা আপনি মানে কিভাবে অপসারন করে থাকেন বা কি করেন এই জিনিসটাকে?

উ: এইটা নিয়ে আমরা অনেকে আছে গর্ত করে ফেলে।

প্র:আচ্ছা

উ: আমি আবার গর্ত করি নাই, যখন ঐখানে ছিলো তখন আমার গর্ত ছিলো।

প্র: মানে আগে অন্য এক জায়গায় যেখানে করতেন?

উ: হ্যা ঐখানে আপনার পাশে তেমন খোলা জায়গা ছিলো না?

প্র:আচ্ছা

উ: আপনের একটা গর্ত করে নিছিলাম গর্তে ফেলাইতাম, বিভিন্ন পাবলিকে যখন ঐটা পরিস্কার করে রেখে দিত, অন্য পাবলিকে নিয়ে যেত।

প্র: তারা কি মানে ঐটা কিনে নিত নাকি না আপনি এমনি দিয়ে দিতেন?

উ: না কখনো বিক্রি করি নাই, তারা নিয়ে ঐ শষ্য ক্ষেতে ব্যবহার করতো

প্র: অনেকে তো শষ্য ক্ষেতে ব্যবহার করে, আমি শুনেছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাছের খাবার হিসেবেও ব্যবহার করে, এখন বিষয়টা হচ্ছে

উ: না এখানে ব্রয়লারেরটা না লেয়ারেরটা, লেয়ারেরটা হলো আপনার ইয়ের মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহার করে অনেকে।

প্র:আচ্ছা ব্রয়লার মুরগির যে বিষ্টাটা মানে যে লিটার যেটা এটা মানে ইয়ে করে না, ঐ মাছের খাদ্য হিসেবে কেউ করে না, কিন্তু এটা আবার ক্ষেতে দেয়, আচ্ছা

উ: ক্ষেতে দেয় কিন্তু এখন বর্তমানে বাদ, মানুষের কাছে আইডিয়া আইসা গেছে সেটা হলো যে এই জিনিসটা শষ্য ক্ষেতে দিলে মাটিটা নষ্ট হয়ে যায় যে বৎসর দিবে ঐ বৎসর ফলন ভালো হবে, তারপরে দুই এক বৎসর ঐটা ফলন ভালো হবে না, যার কারনে এখন বন্ধ হয়ে গেছে এলাকায়।

প্র: আচ্ছা এখন মনে করেন যে এই যে হাস-মুরগিগুলো আসলে এই যে সার্পোজ এই যে মুরগির গিলা কলিজা নারি ভুরি যে জিনিসগুলো এইটা যে আর্বজনাটা এই ময়লাটা, আবার আপনার ঘর বাড়ীর আছে না ময়লা আর্বজনা হয় না, এই দুইটা কি আপনি একই সাথে অপসারন করেন নাকি কোনো আলাদা যে হ্যা এই জিনিসগুলোকে আমি অন্য ভাবে ফেলালাম বা এই গুলোকে আমি একভাবে ফেলালাম, কিভাবে কি করেন?

উ: এইটা মনে করেন এক এক জনের এক এক রকম চিন্তা ভাবনা, এখন আমার বাড়ীর আর্বজনা দেখা গেলো যেমন মুরগির লিটার যেটা ঐটা ঐ পার্শে একটা জমি আছে, ঐ যে পাশের জমি আছে, ঐটা আমার ভরাট করা দরকার তাতে ফেলাতেছি।

প্র: মানে জমিটা ভরাট করতেছেন

উ: হ্যা জমিটা ভরাট করতেছি, ওখানে ফেলতেছি, ঐ যে ওখানে যতটুকু প্রয়োজন মনে হবে তখন আর ওখানে অপসারন করবো না।

প্র: আচ্ছা

উ: অন্য খানে আবার অপসারন

প্র: ঐ জায়গাটা কি আপনার ফসলাদি করতেছেন?

উ: না এখন কোনো ফসল করতেছি না আমি।

প্র: আচ্ছা ওখানে কি করবেন আপনি ভবিষ্যতে?

উ:ওখানে ভবিষ্যতে আপনের আমার চিন্তাভাবনা আছে ফসল ফলানোর।

প্র:আচ্ছা ফসল ফলাবেন

উ: ফসল ফলাবো বলতে অথ্যাৎ আপনের গাছ ফলগাছ লাগাবো।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা মানে আপনার লিটারের যে ময়লাটা সেটা আপনি কাউকে দিচ্ছেন না, আপনি জমিটা ভরাট করতেছেন?

উ: হ্যা ভরাট করতেছি।

প্র: আচ্ছা এমনি যে আমরা এই যে বাসা বাড়ীতে যে মুরগি টুরগি জবাই করা পরে নারি ভুরি গিলা এগুলো সাধারনত ফেলে দেই না?

উ: হু

প্র: এটা তো এক ধরনের বজ্য, আবার হচ্ছে বাসা বাড়ীর ধুলা বালি এটাও এক ধরনের ময়লা, এই দুইটা ময়লাই কি আপনি এক সাথে কি ফেলে দেন নাকি আলাদা আলাদা ভাবে?

উ: এটা সাধারনত আমার বাড়ীতে যেটা, অন্য কাউরে অন্য ধরনের বলতে পারবো না, আমার বাড়ীতে এই যে জমিটা, এই এইখানে ঢালু জায়গা

প্র: আচ্ছা

উ: এই ঢালু জায়গার ভিতরে আমি জঙ্গলের ভিতরে আমি ফেলে রাখি।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: এখানে বৃষ্টির পানিতে কেটে যায়।

প্র: মানে কোনটা ঐ যে মুরগির

উ: বাড়ীর আর্বজনা

প্র: বাড়ীর আর্বজনা যেটা

উ: সেটা মুরগির গিলায় বলেন

প্র: সব একসাথে এইখানে ফেলেন

উ: বা এই যে উঠান যেটা এই ঝাড়ু কন, আমরা এক জায়গায় ফেলাই, ওখান থেকেই মনে করেন ঐ দেখা যায় শিয়াল কুকুর আইসা ওখানে মুরগির ই টি থাকলে খাইয়া ফেলায়।

প্র:আচ্ছা

উ: আর বাড়ীর আর্বজনা পরে থাকে, বর্ষা বৃষ্টির সময় ঐটা কাইটা গেলে গেলো, না হলে মাটির সাথে মিশে যায়।

প্র: মানে এখানে ফেললে মানে বর্ষা সার্পোজ এখন না বর্ষাকাল, যখন বর্ষাকাল থাকে না গরম বা এই যে টাইমটা থাকে, যেমন বললেন এই যে মাঘ ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ ঐ টাইমটা, ঐ টাইমটাতে ঐভাবে বৃষ্টি টৃষ্টি হয় না তাহলে এই জিনিসটা কিভাবে কি হয়?

উ: যখন যেমন আমার এলাকা আমার এলাকার কথা সাধারন বলবো, যেমন মুরগির বা গরুর

----------**(৪০:০০ মিনিট সম্পন্ন)**----------

বা ছাগলেরই হোক, যেটাই হোক, এই যে মুরগির গিলা টিলাটা, হাড় মাংস যা আছে, এগুলা মনে করেন শিয়াল আছে পর্যাপ্ত, কুকুর আছে, এগুলাই খাইয়া ফেলায়।

প্র: আচ্ছা

উ: আর যেটা বাড়ীর আবর্জনাটা পরে থাকে।

প্র: এগুলোর কারনে কখনো কোনো সমস্যা হইছে আপনাদের বা কোনো কারনে?

উ: না এইটা আমরা কখনো অনুভব করি নাই।

প্র: মানে এই বজ্যগুলোর কারনে আপনাদের কোনো সমস্যা হয় নাই?

উ: না সেই কারনে অনুভব কখনো অনুভব করি নাই, হইলে হতেও পারে, কিন্তু আমরা কখনো অনুভব করি নাই।

প্র: আচ্ছা এই যে এই যে বজ্যটা এটা ক্যামনে মানুষের জন্য তো এটা ক্ষতিকর, তা আপনার কছে কি মনে হয় এগুলো কি মানে পশু পাখি মানুষের জন্য কাছে মানুষের এটা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কোনো সম্ভবনা আছে?

উ: হ্যা হলে হতে পারে

প্র: আচ্ছা মানে হইতেও পারে, আচ্ছা আর যদি এই যে বললেন হইতেও পারে, কিভাবে হইতে পারে এটা?

উ: সেইটা মনে করেন এটাতে একটা গ্যাস সৃষ্টি হয়, গ্যাস বাতাশের সাথে মিশে

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: এই কারনে হয়তো হলে হইতে পারে।

প্র: মানে ওইখান থেকে গ্যাস তৈরি হবে?

উ: হ্যা

প্র: গ্যাসটা ক্যামনে?

উ: যে আবর্জনাটা ফেলবে নি, সেটার সাথে বিভিন্ন কিছু থাকবে, সেটার সাথে আপনার তরকারি কাটার কিছু কিছু থাকবে, আবার দেখা যাইতেছে যে পলিছিন আছে, পলিছিন থাকবে, তারপর পাটের বস্তা থাকলে সেগুলো থাকবে

প্র: সাথে সাথে মুরগির এগুলোও থাকবে

উ: মুরগির এগুলোও কিছু থাকবে, বাড়ীতে ৫০-৬০ টা মুরগি আছে

প্র: আচ্ছা

উ: ওগুলোর আবর্জনা তো এই যে হাটতেছে

প্র: দেশি মুরগি নাকি, ঘরের পালা, হ্যা আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি

উ: এই যে যেমন অনেকগুলো, এই যে এগুলো আবর্জনা যা আছে সবই ওখানে ফেলতেছি

প্র: আচ্ছা

উ: ওখান থেকে গ্যাস সৃষ্টি হতে পারে।

প্র: গ্যাস সৃষ্টি হলে ঐটা কি হবে?

উ: ঐটা বাতাশের সাথে মিশতে পারে

প্র: শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা করবে?

উ: হ্যা

প্র: আচ্ছা, তাহলে এই যদি এটাতো পুরা এটা সব সময়ই কি এই ভাবে ফেলেন, মনে করেন গীষ্ম কাল, বর্ষা কাল, শীত কাল সব সময়ে

উ: হ্যা এটা সব সময়ই

প্র: কোনো চেন্জ নাই যে আমি বর্ষা কালে এভাবে ফেললাম, গীষ্ম কালে পুতে ফেললাম বা এরকম, শীতকালে এরকম?

উ: না আমাদের এলাকায় আমরা সচারাচর ব্যবহার করি একই রকম

প্র: কিভাবে জিনিসটা

উ: যেমন এখানে বলছে কি, মনে করেন এই যে গোড়াই এলাকা

প্র: হু

উ: এখানো হলো জমির সংকট

প্র: আচ্ছা

উ: বাসা বাড়ী করার মত জায়গা নাই, তাদের জন্য ব্যবস্থা করা টাফ, যে জায়গা আছে, কারন আমার এলাকায় মনে করেন প্রত্যেকেই একেক জনের মনে করেন আমরা এখানে ৩ ভাই আছি, ৩ ভাইয়ের এ্যা.. বাড়ী হলো গ্যা আপনের ১৫ ডি ১৫ শতাংশের মধ্যে।

প্র: আচ্ছা

উ: যে জমির অভাব নাই, যেখানে যে ভাল মনে করে সেখানে ফেলি।

প্র: আচ্ছা

উ: আর এই গোড়াই এলাকায় যার বাড়ী, ধরেন মনতোষ চেয়ারম্যান, তারও যে বাড়ীর এরিয়া সে এরিয়ার ভিতরে ফেলান লাগবো

প্র: আচ্ছা

উ: বাইরে ফেললে পরে আর একজনের ক্ষতি হবে।

প্র: আচ্ছা

উ: কাজেই ওখানে এই নিদ্রিষ্ট জায়গায় ফেলি, আর আমরা যখন এখানে যেমন এই এলাকায়, মাইন করেন না

প্র: না সমস্যা নাই

উ: আগে বাথরুম ছিল না

প্র: আচ্ছা

উ: সবাই জঙ্গলে

প্র: আচ্ছা বাথ রুমের কাজটা সারতো

উ: সারতো

প্র: আচ্ছা

উ: আর এখন প্রত্যেক বাড়ীতে বাথরুম আছে

প্র: বাছ আলহামদুল্লিলাহ্

উ: পরিবেশের কারনে এখন সবাই প্রশ্নটা আপনের অনেক সময় দেখা যায় যে গোরা এলাকায় যে পরিবেশ, এখানে একটা ছেলে বিয়ে করাতে গেলেও আমার মেয়ে বিয়ে দিতে গেলেও

প্র: চিন্তা করতে হবে

উ: তারা ভাবে যে এই ঘরেতে বাথরুম নাই, লোকজন আসলে কিভাবে কি করবো, এই কারনে পরিবেশ চেন্জ আইসা গেছে, এখন প্রত্যেক বাড়ীতে বাথরুম হয়ে গেছে, এখন নিদ্রিষ্ট জায়গায় ঐ কাজটা সারা হয়, কিন্তু আগে ছিলো না।

প্র: আচ্ছা

উ: এই এখন আর কি যার যে পর্যাপ্ত জমি আছে সে যেখানে সেখানে ব্যবহার করে, আর যার যত জমি যার নাই, তার নিজস্ব জায়গায় ব্যবহার করতে হয়।

প্র: নিদ্রিষ্ট জায়গা বলতে কি, তার নিজের কিছু নাকি অন্য কারো জমিতে সে?

উ: না নিজের জমিতে করতে, অন্যের জমি কি দিবে

প্র: আচ্ছা না আপনি তো আপনার নিজের জমিতেই করেন কিন্তু যার জমি নাই, সে আসলে কোথায় তার জমি তো নাই, সে ফেলবে কোথায়?

উ: এখানে মনে করেন জমি নাই বললে এমন লোক খুব কম আছে

প্র: কম বেশি জমি আছেই সবার, আচ্ছা এই যে আপনি হাস-মুরগি যখন আপনি তো সবসময় দেখাশুনা সবকিছু করতেছেন, তো এই যে আপনি যখন এটা দেখা শুনা করেন, তখন আপনার নিজের, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য আপনি মানে কি করেন, যেমন অনেকে আছে না যে আমি গ্লাভস্ পরি বা বুট পরি বা মাস্ক পরে ব্যবহার করতেছি, তা আপনি এই মুরগি পরিচর্যার জন্য আপনার নিজের ব্যক্তিগত কি নিরাপত্তা আছে?

উ: ব্যক্তিগত নিরাপত্তা মনে করেন আমরা এখন আসলে যা করনীয়, তা করি না।

প্র: আচ্ছা

উ: আমরা এখানে মাস্ক ব্যবহার করা দরকার, আসলে করি না

প্র: আচ্ছা

উ: হাতে গ্লাভস্ ব্যবহার করা দরকার, আসলে করি না, আর পায়ে এরকম বুট থাকা দরকার, এটাও ব্যবহার করি না, স্যান্ডেল আছে, ওগুলো পরেই ঢুকি।

প্র: আচ্ছা

উ: কিন্তু করি কি যে এইখানে যে স্যান্ডেলটা ব্যবহার করি, ঐটা বাইরে ব্যবহার করি না।

প্র: বাইরে ব্যবহার করেন না?

উ: করি না

প্র: আচ্ছা

----------**(৪৫:০০মিনিট সম্পন্ন)**----------

উ: আ. মাস্ক তা ব্যবহার করি না, যেটা করি না, স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরার চেষ্টা করি, কিন্তু আবার যেমন আমি সৌদি আরব খামারের মধ্যে কাজ করছি

প্র:সৌদি আরব

উ: ৯ বৎসর ৮ বৎসর ৮ মাস

প্র:আচ্ছা

উ: ঐখানে আমরা তখন বিশেষ করে লবে যখন ঢুকতাম, তখন আপনের এই বিদেশের ডাক্তারেরা যে রকম অপারেশন থিয়েটারে ঢোকে ঠিক ঐ ভাবে ঢুকি

প্র: আচ্ছা

উ: মাথায়

প্র: মাথায় কাপর দিতেন

উ:আপনার থাকতো

প্র: এ্যাপ্রোন

উ: সবকিছু মিলে আবার .. করে ঢুকতাম

প্র: আচ্ছা

উ: কিন্তু তাও আছে, এই যে পোল্ট্রি ফার্মে যদি এই রকম কিছু আমরা ব্যবহার করি

প্র: আচ্ছা

উ: স্বাভাবিক ভাবে চলার চেষ্টা করি

প্র: কেনো আপনি, বাহিরে তো করতেন, বাহিরে কি নিয়ম ছিলো খুব কড়া, যাবে না, তা আপনি কেনো আপনার ফার্মে সেটা আপনি করেন না, এটা বলেন আগে?

উ: কেনো করি না, সেটা হলো যে করতে গেলে অনেক ঝামেলা হয়

প্র: কি রকম ঝামেলা হয়, মানে পরতে ভালো লাগে না এরকম কিছু?

উ: পরতে ভালো লাগে না, মনে করেন বাহিরে হলো হে এসি করা আছে।

প্র: আচ্ছা

উ: গরম হলেও সমস্যা নাই শীত হলেও সমস্যা নাই, আর মনে করেন ঐখানে আবার সেটা হলো যে টাইম-টু-টাইম ডিউটি

প্র: আচ্ছা

উ: আর এখানে আবার কি সবার সাথে কাজ করতেছি বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এটাই বেশি

প্র: আচ্ছা

উ: হু খামারে গেছিলাম খেত খামারে গেছিলাম, ওখান থেকে আসি, মুরগির পানি নাই তারাহুড়া করে পানিটা দিলাম, খাবার নাই তারাহুড়া করে দিয়ে থুয়ে আমি আবার অন্য কাজে যাবো, এই কারনে হয় না।

প্র:আচ্ছা এই যে আমরা যে মুরগি তো অনেক সময় আপনি তো নিজের ঘরের জন্য মুরগিটা জবাই করা হয় না, তখন কি নরমলি জবাই করেন নাকি এরকম হাত মাস্ক টাস্ক কোনো কিছু পরেন বা কোনো কিছু, এমনি নরমলি জবাই করা হয়?

উ: নরমলি জবাই

প্র: নরমলি, কোনো কিছু করা হয় না, আচ্ছা এই এ্যা.. আপনি যে বললেন গ্লাভস্ এর ভাল দিকটাও বললেন মাস্কের ভাল দিকটাও বললেন, আবার কেনো করেন না সেটাও বললেন

উ: হ্যা

প্র: আচ্ছা তো এরকম কি কোনো কারন আছে যে এগুলোর দাম বেশি এই কারনে আপনি ব্যবহার করেন না, কিনতে হবে এই জন্য, এরকম কোনো কারন আছে?

উ: সেটাও একটা কারন, আবার নতুন কেনা

প্র: আচ্ছা

উ: সেটাও একটা কারন, কারন একটা মাস্ক মনে করেন একটা মাস্ক কিনবার গেলে ২৫ টাকার নিচে একটা মাস্ক পাবে না, পাওয়া যাবে না, কোনো একটা কারনে আমি দুই একটা ইয়া মাস্ক ব্যবহার করে পাই, মাস্ক এখন বর্তমানে আ.. ৩০ দিনে আন্তত ২০ টা মাস্ক ব্যবহার করা লাগে, একটা দুইবার ব্যবহার করা তো ঠিক না, তারপরও যদি করি, কমপক্ষে ২০ টা লাগবে, গড়ে যদি ২৫ টাকা করে হয়, তাহলে ২০ টার দাম ২৫০ টাকা আসতেছে।

প্র: আচ্ছা

উ: মনে করেন আ.. এই যে গাম বুট, এইটা কিনতে গেলে ২৫০০ টাকা লাগবে।

প্র: আচ্ছা

উ: আবার একটা কষ্টলি ব্যাপার আছে, আবার মাথার স্কাপ লাগানো হ্যা, সেটা মনে করেন আনোন লাগবে টাকা তো লাগবেই, আরো ধোয়ান লাগবে, কত কিছু

প্র: তার মানে বলতে চাচ্ছেন যে শুধু ইচ্ছাটাই না দামটাও একটা ফ্যাক্টর, মানে যেমন নিয়ে আসতে হবে, আইসা আবার পরতে হবে, এটাকে আবার পরিচর্যা করতে হবে এটার জন্য

উ: ওটার জন্য আলাদা পরিবেশ থাকতে হবে না

প্র: ঐ জন্য ওটার জন্য (অন্যদের কথা)

উ: আমার সবজি বাগান আছে, মনে করেন আমার কলার বাগান আছে, মাছের খামার আছে, আমি কলার বাগান করছিলাম, মাছের খামার করছিলাম, মুরগির খামার করছিলাম আর গরুর খামার ছিলো, আমি দেখা গেছে যে একটা থেকে আর একটাতে যাওয়ারি সময় পাই নাই।

প্র: আচ্ছা সেখানে আবার এত্তগুলো মেইনটেইন করবো কিভাবে?

উ: এই কারনে আমি বিশেষ করে ব্যবহার করি না, কিন্তু আমি মূলত এই যে মনে করেন সৌদি আরবে মিনিষ্টার পোর্টে কাজ করছি ৮ বছর ৮ মাস, টাইম টু টাইম, মনে করেন ঐ দেশে যাওয়ার পরে এই দেশে থেকে গেলাম ৫৫ কেজি, আর আঠারো মাসে আমার ওজন বাড়লো ১২ কেজি।

প্র:আচ্ছা মানে ঐখানে যেয়ে ৬৮ কেজি হয়ে গেছেন

উ: হ্যা ৬৮ কেজি হয়ে গেছি, কেনো হইছি ঐখানকার পরিবেশের কারনে, শুধু খাবারই না পরিবেশের কারনে, টাইম টু টাইম খাবার, বিভিন্ন কিছু মেইনটেইন করছি বিধায় শরীল বাড়ছে।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: আর সেখান থেকে আসার পর আস্তে আস্তে কমতেছে।

প্র: আচ্ছা তো আপনার কাছে মনে হচ্ছে ঐ যে ওজনটা বাড়ছে এটা আপনার শরীরের ভালোর জন্যই হয়তোবা বাড়ছিলো?

উ: হ ভালোর জন্যই বাড়ছে

প্র: আচ্ছা এখন মনে হচ্ছে

উ: সবকিছু মেইনটেইন করে চলবার পারি না

প্র: এটার কারন আপনার মনে হয় পরিবেশ?

উ: পরিবেশ

প্র: আচ্ছা এই যে আপনি আ.. হাস-মুরগির যে খাবার দেন, তো আপনি এইটুকু পালন করার সময় হাত তো ধোয়া হয় অবশ্যই?

উ: হ্যা অবশ্যই

প্র: তো এইটা কি আপনি হাত ধেয়াটাকে কি জরুরী বলে মনে করেন?

উ: হ্যা ঐটা জরুরী, এটা আমরা মনে করি জরুরী

----------**(৫০:০০মিনিট সম্পন্ন)**----------

প্র: আচ্ছা আচ্ছা কিভাবে হাত ধোন, জাষ্ট নরমালি পানি দিয়ে নাকি কোনো ভাবে?

উ: না সাবান দিয়ে

প্র: সাবান দিয়ে হাত ধোন, কখন হাত ধোন?

উ: ঘরে ঢোকার আগে

প্র: যতবারে ঢোকেন তত বারে হাতধুয়ে ঢোকেন?

উ: তত বারে ঠিক ধোয়া হয় না মনে করেন যখন আমি এখন ঐখানে ঢুকছিলাম বাচ্চা ভিতরে আছে, বাইরে যায় নাই তখন আর ধোয়ার প্রয়োজন মনে করি না, আর যখন বাইরে কোনো কাজ করে আসি, তখন আমি কমপক্ষে.. পর্যন্ত ধুয়ে ভিতরে কাজ করি।

প্র: আচ্ছা

উ: অনেকে আছে করেও না

প্র: আচ্ছা

উ: সেটাও যে ওদের গ্যারান্টি তাও না, সবাই তো আর করে না

প্র: আচ্ছা আচ্ছা তাহলে মনে হয় কিন্তু খাবারে যখন দেন, খাবার যখন দেন, তখন কি সবসময় হাত ধুয়ে ধোয়ার ধুয়ে দিছেন, ঘরে থাকলে?

উ: ঘরে থাকলে খাবারের আগে বিশেষ করে আমি দেই, অন্য কেউ দেয় কিনা এটা আমি বলতে পারবো না।

প্র: আচ্ছা আর আপনি মুরগির খাবার দেওয়ার আগে

উ: পানি দিই আর ঐ আপনের খাবরে দেই, হাত ধুয়ে দেই, এটা আমি পরিস্কার হয়ে যাই, এটা চেষ্টা করি কিন্তু অনেকে আসলে হয় না।

প্র: আচ্ছা মানে খাবার দেওয়ার আগে অবশ্যই আপনি হাত টাত ধুয়ে তারপরে দেন?

উ: আবার ধরেন যারা ধুমপান করে, ধুমপান বিড়ি সিগারেটের ধোয়াটা মুরগির কোনো বিশেষ ক্ষতি করে।

প্র: বিড়ি সিগারেটের যে ধোয়াটা

উ: হ্যা মুরগির জন্য বাচ্চা মুরগির জন্য বিশেষ ক্ষতি করে।

প্র: আচ্ছা

উ: এইটা যদি এই পার যদি কোনো লেশমাত্র পায় মুরগী, তাহলে ক্ষতি হবেই মাষ্ট, কাজেই এইটা খাওয়ার পরে দরকার হলো ব্রাশ করে যাওয়া, কিন্তু অনেকে ব্রাশ করে না, যারা জানে তারা হয়তো অনেকে আছে আপনার দেখেন যে খামারের ভিতরেই বিড়ি সিগারেট খাইবেই, নেশা।

প্র: খাওয়া শুরু করে দিছে

উ: হ্যা খাওয়া শুরু করে দিছে, খাচ্ছেই ভিতরে, মনে করেন এই জিনিসগুলো খামারগুলার ওদের যে কামলা আছে, লেবার আছে এদের দিয়ে হয় না।

প্র:আচ্ছা

উ: এদের দিয়ে হয় না একটা কারনেই যদিও হয় তাদেরকে আপনার একটা লোক থাকবে সে এ্যাডভাইস করবে, সে পরিমান মত যদি চলে তাহলে সমস্যা নাই।

প্র: আচ্ছা

উ: আর যদি তা না হয় সে তার জন্য মুরগির খামার না, এ জন্য এইখানের জন্য ৩ বৎসর খাবার যেয়ে আপনের ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা লস্ হয়ে গেলো।

প্র: মানে একজন খামার করছিলো ৩-৪ লক্ষ টাকা ধেনো হয়ে গেছে

উ: ৪০০০-৫০০০ মুরগির সে খামার করছিলো, মানুষের প্রথমে সে ৩০০০ মুরগির খামার করে যখন সে দেখল শুধু লস আর লস। সে ডিলার কিন্তু

প্র: আচ্ছা

উ: এখানে ফারুক আছে না

প্র: হ্যা ফারুক

উ: তারপরে হঠাৎ করে ঐ জাকিরের সাথে সম্পর্ক হলো তখন আসলো, আসার পরে জাকিরের ওখানে ফ্লাটে যে ওখানে কাশেম থাকে ডাক্তারদের, ও বললো যে তোমারে দিতে পারি সাপ্লাই দিতে পারি, কিভাবে বললো তোমারে এই জিনিসগুলো মেইন টেইন করতে হবে, তুমি তো মুরগি পালন করবা, কামলা টামলা ব্যাপার আছে, তোমরা কামলা টামলা ঠিকমত ব্যবহার করো না, যার কারনে তা করে না, এ রকম বিভিন্ন কিছু এদের সাজেশন করলে তারপরে ঠিক আছে, এই যে ২ বৎসরের মতো ওদের ফুরায়া আসতেছে

প্র: মানে তার কামলারা যারা যারা ইম্পুয়ি আছে যাদের, তারা মনে করেন ঐভাবে যত্ন করে না, মালিক যেভাবে করে?

উ: করে

প্র: আচ্ছা এই যে আপনি বললেন যে খাবার দেওয়ার আগে হাত ধায়ে ধুবেন, মাঝে মাঝে ধোয়া হয় না, মাঝে মাঝে মনে হয় মিস যায়

উ: মাঝে মাঝে অনেক সময় মিস যায়, মিস যায় না তা নয়

প্র: এই যারা আপনি যখন মিস যায়, এটার কারনটা কি, কেনো মিস যায়?

উ: কারনটা হলো যে আপনের অনেক সময় মনে থাকে না, যে বাড়ীতেই আছি, হাত তো ধোয়ায় আছে, ধুরো আবার ঐ যে পানি পুনি ঢালা, এই রকম মন মানুসিকতার কারনে হয়।

প্র: এটা আবার শীতকালে বেশিও হইতে পারে?

উ: শীতকালে বেশি হইতে পারে, এরকম হয়, শীতকালে তো মনে করেন খামারীরা খুব একটা ই থাকে দূর্বল থাকে।

প্র: আচ্ছা

উ: যার কারনে এই যে মনে করেন এটার তো কোনো লিমি সময় নাই

প্র: আচ্ছা

উ: রাত্রি ১২ টাও নাই একটাও নাই

প্র: হ্যা সেটাই

উ: এখন পানি দিলাম ৩ ঘন্টা যাবে, কিন্তু দেখা গেলো ২ ঘন্টায় শেষ, খাবার এক ঘন্টা কি দুই ঘন্টার জন্য দিছি, সেটা ৪ ঘন্টায় শেষ হয় নাই, দেওয়ার কথা দিনে ২ বার অনেক সময় দেখায়

প্র: আচ্ছা

উ: সর্বোচ্চ ৮ ঘন্টা থাকার কথা, এখন ৮০% খামারী আছে, যারা ঐ পানিটা ১২ ঘন্টা ব্যবহার করছে, ৮ ঘন্টায় সর্বোচ্চ হলো ৮ ঘন্টা, একটা দ্রবিভূত পানি ৮ ঘন্টা রাখা হলো গা এটা হলো হাইষ্ট, সেখানে হলো ১২ ঘন্টা ১৪ ঘন্টা ব্যবহার হচ্ছে, ঐ যে অলসতার করনে।

প্র: এটা খামারীর অলসতার কারনে

উ: হু এটাই দিচ্ছি বা ঔষুধে এত টাকার ঔষুধ এই পানির মধ্যে ব্যবহার করছি, ঔষুধটা ফেলে দেওয়া লাগবে, হ যাগগা খাইলে কি হইবো, এই হিসাবে ব্যবহার করতে চায় না, যার কারনে মুরগির বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

----------**(৫৫:০০মিনিট সম্পন্ন)**----------

প্র: আচ্ছা এই যে এটা তো এটা বেশি ভাগ কোন সময় বললেন শীতকালে অলসতা

উ: শীতকালে অলসতা বেশি দেখা দেয়

প্র: বেশি দেখা দেয় মানে পরিচর্যার ক্ষেত্রে?

উ: পরিচর্যার ক্ষেত্রে (অন্য বিষয়ে কথা)

প্র: আচ্ছা এই যে আ.. এটা তো খাবার দেওয়ার আগে, খাবর দেওয়া শেষ হলে বা মুরগি পরিচর্যা করে যখন বের হন, তখন কি হাত পা ওভাবে পরিস্কার করা হয়?

উ: ওটা মাষ্ট করা হয়।

প্র: মাষ্ট করেন, সবসময় কখনো ভূল হয়?

উ: ওটা ভূল হয় না, তার কারন হলো যে কারন বিছানায় যাওয়া লাগবো ঘরে যাওয়া লাগবো, বিভিন্ন কিছু খাওয়ান লাগবো, মনে করেন মুরগির খাবারটা আমি খেয়ে ফেলবো, এই দিকে চিন্তা করে অনেকে মনে করেন শতকরা ৯৫ জন এইডা ধুয়ে টুয়ে ভালমতে পরিস্কার আসে।

প্র: না ঐটার এই ক্ষেত্রে ভূল নাই, যখন আপনি পরিচর্যা করে বের হন, তখন অবশ্যই হাত

উ: নিজের দিকটা তো ওটার বেলায় .. থাকে

প্র: নিজের ক্ষেত্রে ষোল আনা (হাসি দিয়ে) আচ্ছা, তো ঐ সময় কি মানে হাত মানে কিভাবে ধোন, সাবান

উ: সবাই সাবান

প্র: সাবান দিয়ে ধোয়া হয়?

উ: হ্যা

প্র: আচ্ছা এই যে মুরগির যে ঘর, ওখানে থাকার যে জায়গাটা, এটা আসলে কিভাবে আপনি পরিস্কার পরিচর্যা করেন আর কি, মানে এখন তো আছে, এখন তো ওভাবে পরিস্কার করার ওভাবে সুযোগ মানে মুরগি পালা অবস্থায় কোনো পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা মেইন টেইন করা হয়?

উ: হ্যা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন যখন মুরগি ঘরে থাকে, তখন ওটারে এমন দেখা যাচ্ছে যে স্বল্প জায়গা থাকে, তাহলে মনে করেন যেমন এক পার্শে থাকে।

প্র: আচ্ছা

উ: আর যখন লম্বা জায়গা আছে, এখন মনে করেন মাঝখান দিয়ে পাটিশন, দিয়ে মুরগিগুলো ঐ দিকে সরে দিবেন, ওগুলো পরিস্কার করে নতুন এখন কাঠের তুসি দেই আর ধানের তুসি দেই, ঐটা নতুন করে দিবার পরে আবার ঐটা ছাইটের দিকে রাখবে আবার তারপরে ঐদিকে পরিস্কার করবে, এইভাবে পরিস্কার

প্র: আচ্ছা এটা কতদিন পরপর করেন?

উ: এটা হলো যে আপনের ঐ লিটারের অবস্থান বুঝে।

প্র: অবস্থান বুঝে

উ: নিদ্রিষ্ট কোনো টাইম নাই।

প্র: আচ্ছা

উ: তবে নিদ্রিষ্ট টাইম কেউ বলেও দেয় না, কারন যখন দেখা যায় যে বেশি ঝরঝর আসতেছে না তখন ঐটা, কারন ঐটা তো কিনে আনতে হয়, ক্রয় করতে হয়।

প্র: আচ্ছা

উ:যার কারনে ঐটার একটা খরচ আছে।

প্র: স্বাভাবিক ভাবে তো মুরগি পালা হয় কয় দিন, ৩০ দিন থেকে ৩৫ দিন, নাকি?

উ: সর্বচ্চো ঐ ৩৫ দিন পালা লাগে।

প্র: ৩৫ দিন, তো ৩৫ দিনের মধ্যে আনুমানিক আপনার লিটার কয়বার পরিবর্তন করতে হয় বলে মনে হয়?

উ: কমপক্ষে ৩ বার

প্র: ৩ বার

উ: ৩ বার বলতে ৫ বার, ৫ বার এটা আবার প্রথমে আইসা আসার পরে ঐটা রাখার পেপার আছে।

প্র: আচ্ছা

উ: ঐ পেপারটা প্রতিদিন প্রতি ৪ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন চেন্জ করতে হবে।

প্র: আচ্ছা

উ: হু ৪ দিন পরে যেয়ে তখন দেখা যাচ্ছে বাচ্চাটা হাটা চলা ভালো করতে পারে, তখনই আপনার হয়তো ধানের তুষ অথবা কাঠের গুড়া

প্র: আচ্ছা

উ: এই এই গুড়া আপনার ৪-৫ বার করে পাল্টান লাগে, এমনও দেখা গেছে ৩০ দিনে আবার ৫-৭ বার পাল্টান লাগে, কারন ঐ যে দেখা গেলো যে আপনের পাতলা পায়খানা শুরু হয়ে গেছে, তখন মনে করেন ভুসিটা ৩ দিনে এটা একবারে কালো হয়ে যাবে,

প্র: হ্যা

উ: যেমন এখন ভূষিটা এখন যে কালারটা আছে, এইটা মনে করেন ৫-৭ দিন হয়ে গেছে।

প্র: আচ্ছা

উ: তেমন এইটা চেন্জ হয় নাই, শুকনা রয়ে গেছে ভূষি, এখন আমি প্রয়োজন মনে করি না, আর যখন ভিজা আপনার ঐ কাদা কাদা হয়ে যায়, এমন একটা চিটা গন্ধ বের হয়, এমনি গন্ধ বাইর হয়

প্র: এমনি গন্ধ হয়

উ: গন্ধটা হলে আমরা ঐটা তারাতারি করে

প্র: চেন্জ করে দেন

উ: হ্যা

প্র: আচ্ছা এটা তো হচ্ছে মুরগি থাকা অবস্থায়, এখন মনে করেন এ্যা.. সাপোজ মুরগি আপনি তুলবেন, প্রথম অবস্থায় মুরগি নাই শেডে, তখন কিভাবে পরি মানে পূর্ব প্রস্তুতি নেন মুরগি তোলার আগে পরিনস্কার পরিচ্ছন্নর ব্যাপারে?

উ: এইটা মনে করেন তখন এইটা পরিস্কার শেষের পর, শেষ হওয়ার পরে আমি ৫ দিন এইটারে শুকাইতে দিবো।

প্র: শুধু এমনি শুকাইতে দিবেন ৫ দিন

উ: ৫ দিন বা ৭ দিন বা এক সপ্তাহ হু ঐটা আপনার শুকাইতে মাটিটা শুকাইতে, শুকানোর পরে তারপরে আপনার ঐডা ঝাড়ু দিবো, ঝাড়ু দেবার পরে ঐটারে আমি ই করবো, আপনার ঐ চুন আছে না চুনা, ঐ চুনাটা ব্যবহার করবো, চুনাটা ছিটায়ে দিবো, ছিটায়ে দেওয়ার পরে ঐটা আপনের শুকাতে হবে।

প্র: আচ্ছা

উ: শুকায়ে গেলে তারপরে আপনার ঐটা ঝাড়ু দিবো, ঝাড়ু দেওয়ার পরে ঐটার উপর দিয়ে আপনার ই দিবো ঐ মাটি দিয়ে লেপে দিবো

প্র: লেপে দিবেন

উ: হু লেপে দেওয়ার পরে ঐ মাটিটা শুকাবো, শুকে দেখা গেলো আবার ৫ দিন পরে আবার লেপলাম হু সাইট গুলো ভালো করে ঝাড়ু দিয়ে শুকে দিয়ে, আর মেঝে কমপক্ষে ২ বার লেপান লাগে, লেপলাম।

----------**(৬০:০০মিনিট সম্পন্ন)**----------

লেপার পর মাটিটা শুকায়ে গেলো, শুকায়ে যাওয়ার পরে তারপরে আপনার ঐ বাচ্চা ঢুকাই।

প্র: এমনি কোনো পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাতে চুন ব্যবহার করেন বললেন, ঠিক আছে আর কোনো এমনি গুড়া সাবান বা অন্য কোনো কিছু কি আপনি ব্যবহার করেন যে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য?

উ: না গুড়া সাবান ব্যবহার করি না, গুড়া সাবান ব্যবহার করলে মনে করেন ঐটা পানি যেহেতু, পানি দিলে মাটি আরো বেশি ভিজে যাবে।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা মানে আপনার পানি দিয়ে মানে প্রথমে মুরগি চলে যাওয়ার পরে, তখন আপনি ৫ থেকে

উ: ৭ দিনের মধ্যে ওর মধ্যে কোনো কিছু ঢুকবোও না

প্র: ৫ থেকে ৭ দিন এমনিই শুকান

উ: হ লিটারটা বের করে ফেলবো

প্র: পুরা লিটার বের করে ফেলবেন?

উ: হ যখন আপনি মুরগি যেদিন শেষ হবো তার একদিন দুইদিন পরে আপনার লিটারটা বের করে ফেলাবো, পুরাটা, বাইর করে একবারে পরিস্কার করে ঝাড়ু টাড়ু দিয়ে থুয়ে দেবো, কমকরে ৫ থেকে ৭ দিন এক সপ্তাহ, এরকম থাকবে, থাকার পরে মাটি টাটি পর্যাপ্ত পরিমান শুকে গেছে, তখন আবার শুকালে ঝাড়ু দিবো

প্র: এমনি নরমল, নরমল ঝাড়ু, কোনো কিছু না?

উ: সাথে কোনো কিছুই না।

প্র: আচ্ছা

উ: কোনো কিছু দিবো না, তারপরে দিবো চুন, চুন দিয়ে আপনের ছিটিয়ে দিয়ে রাখবো ৫-৭ দিন

প্র: ৫-৭ দিন

উ: এভাবে রাখলাম

প্র: আচ্ছা

উ: এগুলো তো ৭২ ঘন্টা রাখার নিয়ম, ঠান্ডা যেটা, স্বাভাবিক যেটা ৭২ ঘন্টা রাখলে চলে, এই ৭২ ঘন্টার ভিতর দেখা গেলো যে চুনটা শুকে গেছে, তখন ফির একবার ঝাড়ু দিবো।

প্র: আচ্ছা

উ: ঝাড়ু দিয়ে ঐ মাটির সাথে যেটা লেগে গেছে ওটা লাগছেই, আর যেটা না লাগছে ওটা বেরই হবে,

প্র: আচ্ছা

উ: বের হলে পরে তারপরে আমরা লেপি, আপনার এর পরে ৩ দিন লাগুক ৫ দিন লাগুক ৭ দিন লাগুক বা ১৫ দিন লাগুক, ১৫ দিন তো আর লাগে না সর্বোচ্চ এক সপ্তাহ লাগে, দেখা গেলো মাটিটা পর্যাপ্ত শুকাইয়া গেছে, তখন আবার নতুন করে আবার

প্র: তাহলে এই যে

উ: মিনিম্যাম ১৫ দিন পর বাচ্চা বের করার ১৫ দিন পরে বাচ্চা ঢোকে, অনেকেই আছে যে দেখা গেলো যে সিজন ভালো, দাম ভালো পাইছি বেচে, এই ভাবে লস খাইয়ে খামারীরা লস্ খাইয়ে এভাবে রইছে

প্র: আচ্ছা

উ: সেটার কারন হইলো এইটাই যদি এক ব্যাচের ব্যবসা ভাল হইলে, তাহলে তারাতারি আর এক ব্যাচ নিয়ে আসলো, দেখা গেলো যে পরের ব্যাচের জন্য আবার মাইর খাইতে হইছে

প্র: মানে এই ব্যাচের ক্ষেত্রে আপনার এই প্রবলেম সমস্যাটা হইছে

উ: হ্যা এই সম্যাটা পুরা দেখা গেছে

প্র: কি রকম সমস্যাটা হইছে?

উ: সেটা ঐ যে এখানে (৬২:০৮ থেকে ৬২:১২ পর্যন্ত বোঝা যায় না) আর চুন দেওয়ার পরে, ৭২ ঘন্টা না থাকলে, ওখানে যে জীবানুটা থাকে সেটা বাইচা থাকে, যার কারনে ঐ জায়গায় আবার একই রকম

প্র: যেখানে নিয়ম অনুযায়ী হিসাব করলে ১৫ দিনের মতো পরিচর্যার জন্য রাখতে হয়, অন্য ব্যাচ তোলার আগে

উ: অন্য ব্যাচ তোলার আগে

প্র: সেক্ষেত্রে এবার আপনি মাত্র ১০ দিন, এই ৫ দিন আর একটু থাকলে হয়তোবা ঘরটা আরো ভালো ভাবে তৈরি হতো, আচ্ছা এই যে আপনি এই যে হাস-মুরগি পালনের জন্য এই যে এই ঘরটা যে পরিস্কার করেন, এক্ষেত্রে কি আপনাকে উৎসাহ দেয় নাকি আপনি নিজের থেকে মনে করেন এটা করা উচিৎ?

উ: উৎসাহ আসলে ডিলার দেয় না

প্র: কোনো ডিলার উৎসাহ দেয় না

উ: কোনো ডিলার উৎসাহ দেয় না, কোনো চাপ দেয় না।

প্র: আচ্ছা

উ: কোনো চাপও দেয় না উৎসাহও দেয় না, ডিলারের কথা হলো, যে তুমি যখন ভালো মনে করো, অনেক ডিলার আছে তোমারে বাচ্চা দিছিলাম তোমার বাচ্চা বাইড়ে গেছে, তোমার মুরগি বাইড়ে গেছে, তোমার রইয়ে গেলো গা, তুমি এখনো বাচ্চা নিচ্ছো না, এভাবে চাপ দেয়, কিন্তু জাকিরের ক্ষেত্রে তা কখনো দেখি নাই, এটা ও স্বাভাবিক করে না, হু কইলাম তো তখন ভালো লাগে তুমি তখন করো, এখানে কারন একটা, অনেক ডিলার আছে, বাচ্চার টাকাটা নগদ নেয়, নগদ বাচ্চার টাকা দিলে পরে বাচ্চা অর্ধেক নিবেন, আর জাকিরের কথা হলো, খামারী বাচ্চা হলে হতেও পারে নাও হতে পারে, যেহেতু আমি ডিলার, আমার ব্যবসা থাকবে, আমি সাপ্লাই দিতে পারলে আমার ব্যবসা আছে, সেটা হলো এই জন্যে, ওর কথা হলো এইডা, যে আমার লাভের দুই পয়সা যখন আমি চিন্তা করবো, আর একজনের লাভ আমি চিন্তা করবো না, যার কারনে ওর কথা হলো, তুমি যখন ভালো মনে করো তখন আইসো, আর বাচ্চার টাকা তোমারে নগদ দিতে হবে না, সেই হিসাব, পুরা টাকা বাকীতে দিয়ে দাও।

প্র: আচ্ছা

উ: দিয়ে দেও আপনের বাচ্চা খাবার হ্যা ঐষুধ পানি, আপনার বাচ্চার জন্য যে বিক্রি করা পর্যন্ত যাবতিয় খরচা জাকির বহন করে।

প্র: আচ্ছা

উ: বহন করে, আপনি যখন মুরগি কিন্তু ওর কথা একটাই লাভ লোসকান বাজার যে রেট আছে, রেট আমাদের দিবেন কিন্তু মুরগি বাইরে বিক্রি করতে পারবেন না, তোমার বাড়ীর কোলত ব্যবহার করো, করতে পারো স্বাভাবিক, কিন্তু বাইরে তুমি মুরগিটা বিক্রি করবা না।

প্র: মানে জাকির সাহেবের একটাই শর্ত যে আমি বাচ্চাও দিবো, মেডিসিনও দিবো, খাবারও দিবো, কিন্তু মুরগি বিক্রি তুমি বাহিরে করতে পারবা না, আমার কাছেই করতে হবে, আচ্ছা

উ: এটা হলো কথা

প্র: আর কোনো শর্ত হবে না, এই একটাই শর্ত থাকে যে আমার কাছে বিক্রি করতে হবে?

উ: আমার কাছে বিক্রি করবা, তবে তুমি ১০ জায়গায় জাষ্টিফাই করো, যদি আমি বাজার যে রেট থাকে, রেটের যদি কম দেই, তাহলে তুমি আর এক জায়গায় পারবা।

----------**(৬৫:০০মিনিট সম্পন্ন)**----------

প্র: আচ্ছা আপনি যে হাস-মুরগি পালনের জন্য এই যে ভ্যাকসিন তারপরে ঔষুধ, এই তথ্যটা আপনি কোথা থেকে পাইয়া থাকেন, কোথা থেকে পাইছেন, জাকির ভাইয়ের কাছ থেকে নাকি?

উ: না

প্র: এই হাস-মুরগি পালনের জন্য যে ভ্যাকসিন খাওয়াতে হয় না ভ্যাকসিন তার পরে ঔষুধ এগুলো নিজে খাওয়াইতে হয়, এগুলো আপনি জানছেন কোথা থেকে?

উ: জানছি একখান এখন এই জন্য ঐ যে এগুলো এই পরিচর্যাটা করার জন্য, আমি গেছিলাম যে ডাক্তারের ওখানে যে কম্পোলচারি রাইখা দিতো।

প্র: জাকির সাহেবের ওখানে?

উ: জাকির সাহেবের ওখানে।

প্র: আচ্ছা

উ: অনেকের নাই যেমন ফারুকের ওখানে নাই।

প্র: আচ্ছা

উ: ফারুক নিজে কিছু সাজেশন দেয়, আর সমস্যা হলে ডাক্তার আসে

প্র: আচ্ছা

উ: আবার ঐ যে ওখানে আলমগীর বসতো আলমগীরের পরিবর্তে এখন যেটা হে নিজে আগে ডিসপেনসারি করছিলো, কিছুটা অভিজ্ঞতা হইছে, সেই হিসেবে সাজেশন পাই, আর প্রয়োজনে ডাক্তারের সাথে আলাপ হয়, এই রকম চলে।

প্র: আচ্ছা আপনি তাদের কাছ থেকে জানছেন এই ঔষুধ, ভ্যাকসিন মানে, এক হচ্ছে আলমগীর সাহেব, এক হচ্ছে ফারুক সাহেব, তারপরে জাকির সাহেবের ওখানে যে ডাক্তার, ঐ ডাক্তারের নাম কি?

উ: আবুল কাশেম।

প্র: আবুল কাশেম, মানে এই তিন ডাক্তারের পরামর্শে আপনি জানতে পারছেন তাদের কাছ থেকে, আচ্ছা এই যে হাস-মুরগির যে বাচ্চা

উ: আমাদের ইয়ে কনফারেন্স হয়।

প্র:কনফারেন্স হয়

উ: বিভিন্ন কোম্পানী থেকে লোক আসে ডাক্তার আসে।

প্র: মানে এটা কি প্রতি মাসেই হয় নাকি কোনো নিদ্রিষ্ট সমায়ে?

উ: কখনো তিন মাসে কখনো দুই মাসে।

প্র: আচ্ছা

উ: ঐ ওটা ডিলারের উপর নির্ভর করে

প্র: ডিলারের উপরে নির্ভর করে

উ: ডিলারের উপর, ডিলারই ওটা আপনের ব্যবস্থা করে, এখানে ওখানে ব্যবস্থা করে আমরা সবকিছু ওখানে যায়া, আসে আসলে পরে তাদের ওখানে বইসা আলোচনা করে, ডাক্তারেরা সাজেশন দেয়।

প্র: এই যে হাস-মুরগির খাবারের যে বাড়তি যে খাবারটা যে এন্টিবায়োটিক যে জিনিসটা বলে, এ সম্পর্কে আসলে এই আপনার ঐ যে পশু সম্পদ অফিস আছে না এখানে, কোথাই জানি গোড়াই না কোথায় যেনো?

উ: ওনার বাসা হলো মজিদপুর

প্র: আচ্ছা হ্যা ঐ যে ওখানে তো ঐখান থেকে কি আপনারা দেরকে যে নির্দেশ দেয়, আপনারা কি সেই অনুযায়ী মেনে চলেন নাকি, এরকম কিছু?

উ: হ্যা আমাদের সাজেশন দেয়, সাজেশন দেয় অনেক সময়

প্র: ও নির্দেশনা কি আপনি মেনে চলেন সব সময়, না আপনি যেভাবে দেয়?

উ: ঐ ঔষুধ পাতি যা ব্যবহার করার তা তাই, তারপরে ঐ কইলাম যে মাস্ক ব্যবহার করবার কয়, গ্লাভস ব্যবহার করবার কয়, গামবুট ব্যবহার করবার কয়, এগুলো তো আর আমরা করি না।

প্র: আচ্ছা

উ: উনি তো গেলেই দেয়

প্র: ওনারা যে নির্দেশনা দিছেন সেটা আপনারা জানেন, যে এইভাবে এইভাবে সবকিছু করতে হয়, কিন্তু আপনারা সেভাবে ওভাবে অনুসরন করা হয় না, আচ্ছা খুব কম অনুসরন করা হয়, আচ্ছা এই যে আপনারা যে হাস-মুরগির খামারের জন্য ভ্যাকসিন বা অন্যান্য যে ঔষুধ পাইতেছেন বা নিচ্ছেন এগুলা, তো এগুলা মানে ব্যবহার কিভাবে করতে হয় বা এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক নাকি ভালো, এ বিষয়ে মানে জানছেন কিভাবে আর কি?

উ: একটু ভাঙ্গায়ে বলেন

প্র: মানে মনে করেন যে এই যে এন্টিবায়োটিকটা, এন্টিবায়োটিক ঔষুধটা এটার ব্যবহার সম্পর্কে আপনি কিভাবে জানছেন?

উ: এটা ওনাদের কাছ থেকে, ওনারা সাজেশন দেয়

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: এটা পার লিটারে এক মিলি বা ৫ লিটারে এক মিলি, ঐ যে ঔষুধের গায়ে যে লেখা থাকে বোতল বা প্যাকেটের গায়ে যে লেখা থাকে, ঐটা মূলত ব্যবহার করা হয় না।

প্র: ঔষুধের গায়ে তো একটা লেখা থাকে যে এভাবে ব্যবহার করবা, কিন্তু ওটা আসলে আপনার ব্যবহার করা হয় না?

উ: করা হয় না

প্র: মানে ডাক্তাররা বা ওনারা যে পরামর্শটা দেন ফারুক সাহেব আলমগীর সাহেব, তারপরে ঐ যে কি বললেন আবুল কাসেম সাহেব

উ: এরা যে সাজেশন দেয়, ঐটাই বেশি ফলো করা হয়।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা এই যে আপনার মতো যে হাস-মুরগির ব্যবসাটা যেটা এখানে লাভবান হইতে হলে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ন দিক কোনটা, কি মনে হয়?

উ: সেটা হলো গিয়ে সঠিকভাবে পরিচর্যা করা।

প্র: সঠিকভাবে পরিচর্যা করা, এটা আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরত্বপূর্ন মনে হয়, আর কোনো কিছু?

উ: না আর কোনো কিছু তেমন মনে হয় না, পরিচর্যার উপরে হলো যে পরিবেশের উপরেই সবকিছু নির্ভর করে এই রোগ ব্যাধি, রোগ ব্যাধিতে যে মুরগির মধ্যে না আসে, সেইটাই প্রফিট হয়তো দামের কম বেশির ব্যাপারে প্রফিট না আসতে পারে, চালান আসতে পারে কিন্তু লস্ হবে না, যখন ঐ যে বিভিন্ন অসুখের কারনে মুরগি মরে যায়, তখন বেশি লস্ হয়।

প্র: আচ্ছা

উ: মানে করেন একটা মুরগির পিছনে তো খরচ আছে, ১০০ মুরগির জন্য ৫ বস্তা খাবার, সেখানে আবার ২৫ টা গেলো গা, তাহলে ২৫ টা আমি তো কমপক্ষে হিসাব করে রাখছি ২৫ টা ৫০ কেজি।

প্র:আচ্ছা

উ: ৫০ কেজি ১০০ টাকা হইলেও আপনের ৫০০০

প্র: হু

উ: আর যদি মনে করেন বাচ্চাটা না মরলো তাহলে লস, লাভ না হয় না হবে, লস্ তো আর যাবে না

প্র: না

উ: এইটাই মেইন কারন আমি মনে করি।

প্র: আচ্ছা এই যে আপনার ব্যবসাটার উন্নতি করার জন্য, আরো উন্নত করার জন্য আপনি কতৃপক্ষের কাছ থেকেক ধরনের সুবিধা আশা করেন বলে মনে করেন, বা কি ধরনের হেল্প করলে আপনার ব্যবসার উন্নতি হবে বলে আপনি মনে করেন?

উ: সেইটা আ.. সেইটা ঐ যদি আপনের এখন যেমন ঐ আপনের প্রতি দোকানে হকাররা আসে

প্র: হু

উ: আইসা মাল দিয়ে যায়, একয় ছিলো ঢাকা-টাঙ্গাইল জ্যাম, মাল নিয়ে আত হইতো দোকানে যারা হোল সেলার ছিলো, তারা হয়তো বেশি করে আনতো, তারা বিভিন্ন ছোট খাটো দোকানে সাপ্লাই দিতো

----------**(৭০:০০মিনিট সম্পন্ন)**----------

তারা বলে যে এটা পাইকারী

প্র: হু

উ: সাপ্লাই দিতো, আর এখন কি করে প্রতি দোকানে আইসা মাল দিয়ে যায় কোম্পানীর লোক, এখন যদি বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানীর হোক আর খাদ্য কোম্পানী হোক, আর ডিলারে হোক, এরা যদি একটা ডাক্তার নিয়োগ করে, আপনার প্রতি ১৫ দিনে একটা করে কনফারেন্স করে, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সাজেশন দেয়, আমি যে বললাম যে গাম বুট ব্যবহার করা দরকার, মাস্ক ব্যবহার করা দরকার আর ঢোকার সময় একটা এই যেই আছে না, পটাশিয়াম আছে না, স্প্রে করা

প্র: হু হু

উ: এইটা যদি পর্যাপ্ত করি, আর এই যে সাজেশন আর একটা জিনিস ছিলো, সেইটা হলো পার্শ প্রতিক্রিয়া, যেমন এই যে আমার ঘরের ছাদে ঘাস হয়ে গেছে।

প্র: আচ্ছা

উ: এখান থেকে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে, কিন্তু সৌদি আরবেও আমরা বিভিন্ন ফার্ম দেখছি, হু বিভিন্ন ফার্মে সেখানে আপনের মরুভূমিতে, সেখানে কোনো আর্বজনা নাই, তাদের একটা নিদ্রিষ্ট বাউন্ডারি আছে, বাউন্ডারির ভিতর একটা ঘাস পর্যন্ত জন্মে না।

প্র: আচ্ছা

উ: আর বজ্য তো ওদের কোনো সময় বাউন্ডারির ভিতরে থাকে না।

প্র: আচ্ছা

উ: তাহলে সেখানে সম্ভব, আমাদের দেশে তা সম্ভব না, এইখান দিয়ে কমপক্ষে ৫ ফুট এরিয়া করে এর ভিতরে কোনো ঘাস থাকা যাবে না, কোনো ময়লা ফেলা যাবে না।

প্র: আচ্ছা

উ: কোনো ইয়া, এখন সেটা হয়তো বললে মাইন্ড করবেন।

প্র: না না সমস্যা নাই বলেন

উ: মহিলাদের সমস্যা হয় না, ঐ ৭ দিন বা ৩ দিন বা ৫ দিন এই সময় মহিলাদের ধারে কাছে যাওয়া যাবে না।

প্র: আচ্ছা

উ: হ্যা যাওয়া যাবে না, কিন্তু আমাদের দেশে তা হয় না, এই যে আমার রাস্তা, এখান দিয়ে আমার পাশের বাড়ীর একটা ভাই বউ বা আমার চাচি বা আমার মামি যাতায়াত করতে তারে তো মানা করতে পারি না, যে তুমি এই রাস্তা দিয়ে আসলে ক্যা।

প্র: আচ্ছা

উ: তার ঐটা তো আমার জানাও ব্যাপার না।

প্র: আচ্ছা

উ: সেটা যদি সে নিজে সেভ করে যায় তবেতো, তা না হলে হচ্ছে না, কাজেই আমার এইটা বাউন্ডারি করা দরকার, আমি করতে পারতেছি না, এই এই পাশ্বপ্রতিক্রিয়ার কারনে অনেক সমস্যা দেখা দেয়।

প্র: আচ্ছা এই যে আ.. মানে যারা ডিলার যারা আছে, আপনি বললেন জাকির সাহেব, এ রকম যারা ডিলার আছে, এদের সাথে ডিলারদের সাথে, যারা খামারী যেমন আপনি, এদের সম্পর্কটা আসলে কি রকম হওয়া উচিৎ বলে মনে করেন আপনি?

উ: ডিলার এবং খামারী

প্র: হ্যা এদের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন হওয়া উচিৎ?

উ: আপনের এখন বন্ধুত্বর সম্পর্ক হলো সবচেয়ে বড়, ভালোবাসা বা আন্তরিকতার সম্পর্ক হলো বড় সম্পর্ক।

প্র:আচ্ছা

উ: এইটা যদি ভালো থাকে তাহলে তাদের যে আভ্যন্তরিন কিছু ব্যাপার আছে, নিজের সমস্যা আছে না, এ.. তাহলে সবসময় তারা এটা নিয়মিত জানতে পারবে, লাভবান হবে, লাভবান হলে সেখানে মানুষ থাকবে।

প্র: আচ্ছা

উ: যেমন জাকিরে যখন শুরু করে তখন হলো যে ডিলার একটা ফারুক

প্র: আচ্ছা

উ: ফারুকের তখন দেখা গেছিলো যে ৮০-৯০ টা খামারী ছিলো

প্র: আচ্ছা

উ: আর এখন বর্তমানে জাকিরেরটা ব্যাপার এটা হয়তো বলবেন আপনার ভাস্তে দেখে আপনি বলতেছেন, তা নয় কিন্তু।

প্র: আচ্ছা

উ: আপনি ১০ জনে কইছেন, ১০ জন খামারীর কাছে জানতে পারবেন, যেমন তার ব্যবহারের কারনে, তার এখন ১৫০ ফারুকের হলো গে ৫০।

প্র: মানে কমে গেছে আর কি

উ: হ্যা হ্যার কমে গেছে তার ডেভলোপ

প্র: আচ্ছা

উ: এটা হলো তার ব্যবহারের কারনে, তো এ রকম আন্তরিকতা যার আছে, তার সাথে ব্যবসা ভালো চলে।

প্র: আচ্ছা এই যে মনে করেন যে এই যে ডিলারদের সাথে ডিলাররা কি এই যে আপনাকে এই বিক্রির ক্ষেত্রে কোনো বাধ্য বাদকতা, আপনি বললেন যে জাকির সাহেব সবকিছুই বলছেন আপনাকে যে আপনি বাচ্চাও বাকীতে নিবেন ঔষুধও বাকীতে নেন, খাবারও বাকীতে নেন কিন্তু বিক্রি করার ক্ষেত্রে আপনি আমার কাছ থেকে বিক্রি করবেন, এই একটা বাধ্য বাদকতা

উ: হ্যা তখন ওদের একটা আবার ই আছে, যেমন আজকের রেট কি আমায় বলল, আমি খামারী, আজকের রেট কি, আপনি কি মুরগি ছাড়বেন।

প্র: আচ্ছা

উ: যদি ছাড়েন, তাহলে গাড়ী দুইটা পাঠায়া দিচ্ছি কি একটা পাঠায়া দিচ্ছি বা ১০০ দিবেন বা ১৫০ দিবেন বা ২০০ দিবেন, এরকম তার কথা থাকে।

প্র: আচ্ছা

উ:আর যদি বলি যে না এ রেটে আমি মুরগি ছাড়বো না।

প্র: আচ্ছা

উ: ঠিক আছে আপনি রাখতে পারেন

প্র: আচ্ছা আপনি কি সবসময় মুরগি বাকীতে আনেন, কিনে যখন নিয়ে আসেন?

উ: এটা তো আমার বাড়ীর জিনিস তাই আমি সবসময় বাকীতে আনি।

প্র: মানে আপনি যেহেতু পরিচিত, বাকীতেই আনা হয়?

উ: হু

প্র: আচ্ছা এই বাকীতে আনার জন্য কি আপনাকে দাম বেশি ধরে এই রকম কিছু হয়?

উ: এটা বিভিন্ন ডিলারের বিভিন্ন সিস্টেম।

প্র: আচ্ছা

উ: অনেক ডিলার আছে বেশি ধরে।

প্র: আচ্ছা

উ: এটা অন্যের ক্ষেত্রে তারা এখন যেহেতু ব্যবসায় এখন পাটনার না, এখন যা কিছু.. এখন অন্যের ক্ষেত্রে কি করে তা জানি না

প্র: আচ্ছা

উ: কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তা আমি কখনো করি নাই

প্র: আপনার ক্ষেত্রে ঐ যে বাকীতে দিলেও যে দাম, ক্যাশে নিলেও একই দাম, আপনি ওটা ঐভাবে বুঝতে পারেন নাই এখন পর্যন্ত যে ওটার দাম বেশি নিচ্ছে নাকি কম নিচ্ছে

উ: মনে করেন একবার ঐ যে মানুষ তো এখন মনে করেন আন্ত বিশ্বাসী কম

----------**(৭৫:০০মিনিট সম্পন্ন)**----------

আপনি হয়তো মনে করেন এইটা আপনের যে যান জাকির আপনের ভাস্তে, আপনি যান তো যান, কিন্তু আসলে তা না, পার্শবর্তী যে ডিলার ঐ ফারুক বা ঐ ফারুক আমারে জ্যাঠাতো ভাতিজা, আলমগীর ও হলো আমার ক্লাসমেটের ছোটভাই, এই হিসেবে মনে করেন ওর সাথে ভালো সম্পর্ক।

প্র: হু হু

উ: ওই অনেক সময় জিজ্ঞেস করে ঐ আলমগীর, এই খাদ্যের রেট কত রে, বলতেছে এত টাকা, তাতে জাষ্টিফাই করতেছি করছি যে দাম বেশি কখনো ধরে না, এইটাই

প্র: আচ্ছা তাহলে এই যে ডিলাররা আপনারা যখন বাচ্চা খাবার বা ঔষুধ পতি যাই কিনেন না কেনো, এক্ষেত্রে আপনাদের কিভাবে নিতে উৎসাহ করে, বাকীতে নিতে উৎসাহ দেয় নাকি ক্যাশে নেও, কোন ব্যাপারে নিতে উৎসাহিত করে আপনাদের?

উ: যাদের লেনদেন ভালো

প্র: হু

উ: তাদের মনে করেন যত বাকী নেও সমস্যা নাই

প্র: আচ্ছা

উ: আর যারা দেখা যায় যে লস্ হইছে হু, টাকাটা বাকী রাখে, তখন কইলো যে আচ্ছা

প্র: হু

উ: কিন্তু যখন লাভ হয়ে যায়, তখন কি করে, লাভের লসের অংশটা, এ যে লস যেটা হইছে বাকী রইছে, এটা পরিষোধ না কইরা, তার লাভের অংশটা সে নিয়ে নিতে চায়।

প্র: আচ্ছা

উ: এ রকমও হয় অনেক সময়, তখন দেখা যায় যে ওর লেনদেন ভালো না, তাহলে তোমারে বাকী দেওয়া যাবে না, এই রকম আর কি।

প্র: আচ্ছা

উ: ঐ টা হলো গে আপনার

প্র: তার মানে এই যে ডিলারের সাথে আর এ আপনার খামারীদের সম্পর্কটা আপনি কিভাবে দেখতেছেন?

উ: আন্তরিকতা ঘারের সাথে ঘার হয় যে রকম ভালো, ঐ তার সাথে সেই রকম লেনদেন হয় আর কি।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা ঐ মানে আপনার সাপোজ আপনার ব্যবসার কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে কোনো ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে আপনার ডিলার কি কোনো ভাবে কোনো ভাবে প্রভাবিত করে বা কোনো জিনিস পুশ করে বা কোনো কিছু এ রকম করে, বা কোনো সাজেশন দেয়, আপনি না চাইলেও আগ বাড়ীয়ে?

উ: যখন আমি মনে করেন তার কাছে যাবো, শুধু যে জাকির ফারুক বা আলমগীর তাই না, স্ব চোখে আমরা যা স্বাভাবিক, দেখি সচারাচর, তাতে খামারী যারা ডিলার, তাদের কাছে অনেকে যায় যে ভাই আমি একটা খামার করতে চাই, তা কিভাবে কি করা যায়, তা আমাকে অনেকে অনেকে বলে আমার কাছে ক্যাশ পাতি তো নাই, এখন আমি কি করতে পারি, এই টাকা আছে এই টাকায় তো আমার কভারও হচ্ছে না, যদিও খামার করতে পারি, আর বাচ্চা উঠাতে পারবো না, খাদ্য নিতে পারবো না, কি করবো, যদি মনে করেন ভালো মানুষ, ওর সাথে লেনদেন ভালো হবে, তাহলে হয়তো তারে মানে সাহায্য সহযোগীতা করে, আর যদি মনে করে না এখানে আমার ভালো হবে না, লেনদেন ভালো করবে না, তখন তারে হয়তো বলে, করলে পরে লাভ আছে লোকসান আছে, করলে করতে পারো, না হলে না করতে পারো, এটা তোমার ব্যাপার, আর অনেকে করে মনে করেন, ঐ বাড়ীতে গা ওই খামার করছে, যেমন মনে করেন যেটা সত্য কথা, আমার খামারে পর পর ৩ ব্যাচে যেমন ব্যবসা হলো, তখন ঐ বাড়ীর একজন ভাবতিছে যে এইটাই তো ভালো ব্যবসা, হয়ই কিছু, তাহলে এইটা করি, তাই করে লইছে একটা, এখন ঘর কইরা রইছে, এখন চিন্তা ভাবনা করতেছে, যখন আমার এই যে এই ব্যাচের যখন দেখছে যে ২০-৩০ হাজার টাকা লস্ হযে যাবে, তখন ভাবতেছে কিয়ারে করলাম, এটা করে তো আমার

প্র: হুযুগে বাঙ্গালী

উ: হুযুগে বাঙ্গালী এই রকম হচ্ছে বেশি হয়

প্র: আচ্ছা এই যে বাকীতে যখন ক্রয় করে, আপনি যখন করেন বা অন্য কেউ যখন করে, তো এই ক্রয় করার পরে যদি আল্লহ না করুক লস্ হয়, সেক্ষত্রে আসলে কিভাবে তার সাথে ডিলারের সাথে লেনদেনটা আপনারা করেন?

উ: ডিলার সুযোগ দিবো কমপক্ষে আরো ২-৪ ব্যাচ পালার জন্য।

প্র: আরো ২-৪ ব্যাচ পালার জন্য সাযোগ দিবে?

উ: পালার জন্য সাযোগ দিবে তারা।

প্র: আচ্ছা

উ: এখন মনে করেন ডিলার সেটাও চিন্তা করে যে আমার তো টাকাটা পরছে, টাকাটা তো সে আর জমি বেইচা আইনা দিবো না, ব্যবসা কইরা যদি হয় তাহলে তো আমারে দিবো।

প্র: হু

উ: যেমন এই যে পাশে মান্নান করে একটা খামারী আছে

প্র: হু

উ: লস যাইতে যাইতে মনে করেন ৫-৬ ব্যাচ গেছে গা

প্র: আচ্ছা

উ: মোটামুটি ৫০০০০ টাকা ডিলার পাওনা আছে গা, তখন সে যেয়ে বলতেছে যে আমি তো লসের পরে লস, প্রথম হয়তো দুই এক ব্যাচ লাভ হইছিলো তার পর লসের ফল আইনা ৫০০০০ টাকা হইয়া গেছে গা, তখন হয়তো বললো যে চাচা বা ভাই তাহলে টাকা তো এত টাকা বাকী পইড়া গেলো গা, তখন হ্যা বললো যে বাজান আমি যে আমি তো আসলে ব্যবসায় লস খাইছি, টাকাটা তো আর আমি জমি বিক্রি করে দিতে পারতিছি না, এখন কিভাবে দিতে পারি, তখন ঐ ডিলারে পরামর্শ দেয়, যে আরো দুই একটা ব্যাচ পাইলা দেখেন, হয়তো পরে সাহায্য সহযোগীতা করে, এই ভাবেই তো চলতেছে।

প্র: আসলে মুরগির খামারীদের ডিলাররা যে আপনাদের কি কখনো এই ঔষুধ ব্যবহারে কোনো পরামর্শ দেয়, মানে যে কোনো প্রকারের ঔষুধ, পরামর্শ দেয় কি না তারা?

উ: তারা পরামর্শ তাদের কাছে গেলে পরে দেয়, তারা ইউলিংলি আইসা

----------(৮০:০০মিনিট সম্পন্ন)----------

যে আপনারে পরামর্শ দিবো, তা দেয় না, আপনার একটা মুরগি অসুস্থ হলো, ঐ মুরগিটা ওদের এ.. নিদ্রিষ্ট করেই দেয়, যদি কোনো বাচ্চা মরে, তোমরা সাথে সাথে নিয়ে আসবা অথবা আমাদের কল করবা, হু যদি তারা সময় পায়, যেমন জাকিরের মোটর সাইকেল আছে দুই তিনটা, ডাক্তার নিজস্ব আছে, বিভিন্ন খামারে পাঠিয়ে দেয়।

প্র: হু

উ: বা যায় অনেক সময়, কাছাকাছি যারা আছি যে না বায় একটা হইছে, একটা মরলো হু, আমি বাজারে যাচ্ছি, সাথে করে নিয়ে গেলাম, যেয়ে দেখায়ে আসলাম, যদি দেখা গেলো যে ঐ মাটি এলাকায়, তার আসতে অনেক সময় লাগে, তখন দেখা গেলো এখান থেকে ডাক্তাররে পাঠিয়ে দিলাম, যায় দেইখা আসো, নিজে দেইখা আসলো

প্র: আচ্ছা আবার যদি এই রকম হয় কিনা যেমন স্যার সে তো আপনাকে বাকীতে দিছে

উ: হু

প্র: বাকীতে বাচ্চা দিছে, বাকীতে ঔষুধ দিতেছে, বাকীতে খাবার দিতেছে, তো মুরগিটা যাতে তারাতারি বড় হয়, এটা করার এটা করার জন্য কি আপনাকে কোনো ঔষুধ বা ঔষুধ ব্যবহার করার পরামর্শ দেয় কি না, যে হ্যা তুমি এইটা তারাতারি করো, এটা ব্যবহার করলে তারাতারি মুরগি বাড়বে, এটা করলে তুমি তারাতারি বেচতে পারবা, এ রকম কোনো প্রভাব আপনাদেরকে প্রভাবিত করে না?

উ: কোনো চাপ সৃষ্টি করে না

প্র: কোনো ভাবে কোনো চাপ সৃষ্টি করে না, আপনারা শুধু মাত্র পরামর্শ দেন যে গেলেই তারা ঔষুধ খাওয়াইতে বলে ভালো কি মন্দ

উ: বাচ্চা নিয়ে আসি নিয়ে আসি, আমরা খোজ খবর না নিলে, তারা কখনো উইলিংলি খোজ খবর নিতে আসবে না।

প্র: আচ্ছা

উ: আসে কোন গুলা যেমন বড় বড় খামারী আছে ঐ যে ঐ যে খামারী বললাম যে ৫০০০ বর্তমানে চলতেছে, ও ব্যাটার ডা প্রতি মাসে কমপক্ষে ২-৩ বার ডাক্তাররে পাঠায়া দেয়।

প্র: আচ্ছা

উ: কারন বড় খামারী

প্র: আচ্ছা উনি লেয়ার মুরগি নাকি ব্রয়লার?

উ: লেয়ার

প্র: লেয়ার

উ: না আসলে ব্রয়লার

প্র: ব্রয়লার

উ: লেয়ার করে না, এখন লেয়ার করবে, চিন্তা ভাবনা করতেছে।

প্র: আচ্ছা তো এখন এই যে এই তার মানে বাকীতে ক্রয় করার কারনে ডিলারদের সাথে আপনার মুরগি উৎপাদনের জন্য কোনো প্রভাব

উ: না প্রভাব পরে না, এ সমস্ত কিছু করে না

প্র: করে না, আচ্ছা এই যে আপনি তো এন্টিবায়োটিক সম্পর্কে একটু হলেও জানেন, বললেন এন্টিবায়োটিক শব্দটা তো শুনছেন কম বেশি, তো এই সম্পর্কে আপনি কোথা থেকে জানছেন মেইনলি?

উ: আমরা তো জানা প্রথম জানা হলো আপনের যেমন আমার বেলায়, যেটা অন্যের বেলাতেও তেমন নয়, আমি যখন এখানে খামার করলাম, তখন আমি মোটেই জানি না

প্র: আচ্ছা

উ: হু. সমস্যা হলো তখন ডাক্তার এই এলাকার মধ্যে ঐ সামছুল, অন্য কোনো ডাক্তার ছিলো না, ছিলো যারা ঔষুধ বিক্রি করতো, তারা যে সাজেশন দিতো ঐ সাজেশন, শুধু ডাক্তার হিসেবে কেউ সাজেশন দিতে হতো না, উনি ছাড়া কেউ ছিলো না।

প্র: আচ্ছা

উ: উনি যখন শাহপাড়া এখানে থাকতো, সরকারী অফিস করতো, তখন আমরা সরাসরি শাহপাড়া যায়া তারপরে তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে আসতাম।

প্র: আচ্ছা

উ: তখন উনি অনেক সময় আমাদেরকে পেক্সিশন করতো, ঐ তারপরে যখন আমরা কোনো র্ফামেসিতে যাইতাম, তাদের কাছে অনেক সময় পরামর্শ করলাম যে এই যে ঔষুধ লেখছে, এইডা কি জন্য দিলো

প্র: আচ্ছা

উ: হু এই ভাবে জানছি আর কি

প্র: এন্টিবায়োটিকটা আসলে কি, কি কাজ করে এটা, এন্টিবায়োটিকটা কি, কি কাজ করে, কি মনে হয়?

উ: এন্টিবায়োটিক বলতে আমরা যেটা বুঝি, সেটা হলো যে রোগের চিকিৎসার জন্য যেটা

প্র: হু

উ: যে নাপা খাইলে জ্বরটা কমতে পারে, শরীলের তাপমাত্র কমবো, কমতে পারে, এই হিসাবে আমরা এন্টিবায়োটিক যাতে এটা বুঝি

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: এইভাবে আমরা আর যখনই আপনের আ.. বছর ৬ মাস হয়ে গেলো, তখন যে খামারী যে নিজে সেও ঐটা খেয়াল করে রাখে, যে এইটা খাওয়াইছিলাম পরে এই ঔষুধ শেষটা বা আর যখন ডাক্তারের কাছে যাই, মুরগিটা কাটার পরে ঐ যে ডাক্তারের এই জিনিসটা ভালো হওয়ার কারনে, মুরগিটা কাটবে কাটার পরে কি সমস্যা হইছে, তারপরে ওরাই ওদের সাজেশন দিয়ে দেয়, এই যে এই দেখো, মুরগির এইটা হইছে।

প্র: আচ্ছা

উ: হু. এই যে এই কালার হইছে, আ.. আপনের ঐ মাংসটাই হোক বা গিলার মধ্যে হোক, মাইটার মধ্যে হোক, যদি কালারটা চেন্জ হয়

প্র: হ্যা

উ: ওগুলা অনেক সময় ওরা দেখায়া দেয়, যে এই কালার হলে এই রোগ হইছে

প্র: আচ্ছা

উ: এইটা ওরা বুঝিয়ে দেয়

প্র: আচ্ছা

উ: যেমন আমার মনে করেন, আমি ব্যবসা ৬ মাস ধরে করতেছি বা ২ ধরে করতেছি, যেমন আমার এখানে যে ই আছে বাসেদ

প্র: হ্যা

উ: সে এক্সপার্ট হয়ে গেছে, এর সাথে ৩-৪ বছর ধরে করতেছে, এখন সে তার ডাক্তারের কাছ যাওয়া লাগে না, সে নিজে মুরগি কাটে, বুঝতে পারে যে এইটার এই সমস্যা হইছে, এই ঔষুধ খাওয়া লাগবে

প্র: আচ্ছা

উ: সে বিভিন্ন ঔষুধের নামও জানে

প্র: আচ্ছা

উ: এই হিসাবে অনেকের অভিজ্ঞতা হইছে একটু

প্র: তাহলে এই যে এন্টিবায়োটিক ঔষুধ ব্যবহার করার সুবিধাগুলো কি কি, আমাকে একটু বলেন যদি ভাই, সুবিধাগুলো কি কি এন্টিবায়োটিক ঔষুধ ব্যবহার করলে কি কি সুবিধা হয়?

উ: এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে রোগটা নিরাময় হয়, এইটাই আমাদের

প্র: সুবিধা

উ: হ সুবিধা

প্র: আচ্ছা আর এটার অসুবিধা কি মনে হয় আপনার কাছে, যদি এন্টিবায়োটিক

উ: এন্টিবায়োটিক অসুবিধা এইটাই যে এইটারে বেশি ব্যবহার করা যাবে না,

----------**(৮৫:০০মিনিট সম্পন্ন)**----------

বেশি ব্যবহার করলে এইটা মুরগির ঐ গ্রোথ ভালো হবে না, বাড়বে না ভালো বাড়বে না

প্র: আচ্ছা

উ: এই হিসাবে যতটুকু সেভ রাখা যায় চেষ্টা করি।

প্র: আচ্ছা সর্বশেষ প্রশ্ন অনেকক্ষন সময় ইয়ে করলাম আপনার কাছ থেকে সময় নিলাম, এই যে আপনি আ.. হাস-মুরগি লালন পালন করতেছেন, এই জন্য কি কখনো শারীরিক ভাবে অসুস্থ হইছেন বা অসুস্থতা মনে হয়, যে আপনি এইটা পালন করার কারনে মালারিক ভাবে অসুস্থতা ফিল অনুভব করছেন কখনো?

উ: এইটা তো আ.. অনুভব করা হয় নাই, কখনো অনুভব করি নাই বা পাশে যারা আছে তারাও কখনো ঐ ধরনের বলে নাই যে মুরগি পালার ব্যাপারে সমস্যা হইবে।

প্র: আচ্ছা

উ: যেমন মনে করে না, মনে করি না আমরা বাঙ্গালীরা মনে করি না, কেমন

প্র: আচ্ছা

উ: আমি একটা উদাহারন দেই, আমি যেখানে কাজ করতাম, সেখানে একটা ফিড মিল ছিলো

প্র: আচ্ছা

উ: গরুর খাদ্য মহিশের খাদ্য

প্র: আচ্ছা

উ: দুম্বার খাদ্য, উটের খাদ্য, এখন ঐখানে মেশিনে একটু ধুলা পরছে হু, ঐ ধুলাটা আপনের ঐ ইয়ে ধান আছে

প্র: আচ্ছা

উ: এই হাওয়ায় ধান আছে, এই .. মত, ঐটা দিয়ে ই করলে বাতাশে এইটা পরিস্কার হয়, তো আমি ডিইটি করতেছি, দেখছি ডিউটি করার পরে, দেখি ঐটা বাতাশ দিয়ে রুমটা ভর্তি করা।

প্র: আচ্ছা

উ: ধুলা উরতেছে, ওখানে তো মাস্ক ব্যবহার করে ঢোকার কথা, মাস্ক নাই ইয়া জামার এইখানে বোতাম লাগানো নাই, সমানে পরিস্কার করতেছে, এখন ও নিজেই জাম হয়ে গেছে গা।

প্র: আচ্ছা

উ: ও কিন্তু অনুমান করে নাই এই যে এই ধুলা আমার নাক দিয়ে গেলে পরে আমার সমস্যা হইবে, ও যদি ভাবতো কি সমস্যা আমার হতে পারে, তাহলে কিন্তু ও করতো না, আসলে আমরা বাঙ্গালীরা এটার দিকে কেয়ার করি না, সমস্যা হতে সমস্যা হয়, এই যে এখানে যে গ্যাসটা জন্মে, যখন আপনার লিটার নষ্ট হয়ে যায়, তখন যে গ্যাস জন্মে, যে কোনো দিন খামারের মধ্যে না ঢুকছে হ্যা ঢুকলে পরে ৫ মিনিট অপেক্ষা করতে পারে না।

প্র: আচ্ছা

উ: আর যে সবসময় ঢুকতেছে তার কাছে গন্ধয় না।

প্র: আচ্ছা এখন আপনি কোনো আপনি কি অসুস্থ হইছেন কি না, এই

উ: না আমি কখনো অসুস্থ বোধ করি নাই, তবে অসুস্থ যে একটু বা আমার যে সমস্যা হয় নাই, এইটা আমি না করবো না যে আমার সমস্যা হয় না, আমার সমস্যা হয়।

প্র: আচ্ছা কি কি ধরনের সমস্যা হইছে?

উ: সমস্যা আমার হয় নাই বাদি নাই কিন্তু আসলে কিন্তু এখন যে কোনো সমস্যা আমার ওটাও হবে, এই রকম চিন্তা ভাবনা করি

প্র: আচ্ছা

উ: যা কিছু অতটা সত্য কথা চেষ্টা করি থাকার।

প্র: আচ্ছা ঠিক আছে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম

উ: কষ্ট সেটা হলো আপনারা যে আসছেন আমার এখানে, এজন্য আমি খুব খুশি হইছি, আপনার সাথে অনেক সময় কথা বললাম, আসলে আপনার ভাষা সুন্দর, আপনার বলার ভঙ্গি ভালো, এটা ভালো লাগলো

প্র: আপনাকে ধন্যবাদ, আসসালামু ওয়ালাইকুম।

সর্বমোট০১:২৮:১০

_____X_____